ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 73 Years ■ Issue-96 ■ 5 January, 2026 ■ আগরতলা ৫ জানুয়ারি, ২০২৬ ইং ■ ২০ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভেনেজুয়েলায় মার্কিন বিমান হামলায় নিহত ৪০

অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ

কারাকাস, ৪ জানুয়ারী ।। শনিবার ভোরে মার্কিন বিমান হামলায় ভেনেজুয়েলায় অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে সামরিক কর্মী এবং সাধারণ নাগরিক উভয়ই রয়েছেন। এই হামলার পর, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করা হয়েছে। মার্কিন বাহিনী, গোয়েন্দা মূল্যায়ন অনুযায়ী, আঞ্চলিক নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় এবং মাদক পাচার রোধ করতে এই অভিযান পরিচালনা করে। ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ছিল, দেশটির শাসক দল মাদক পাচার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভেঙে ফেলা এবং বিপুল তেল সম্পদের অপব্যবহার করছে। এর ফলে, ভেনেজুয়েলার ওপর ব্যাপক মার্কিন নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল এবং মাদুরো সরকার আন্তর্জাতিকভাবে একঘরে হয়ে পড়ে।

মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, ভেনেজুয়েলার সরকারকে অস্থিরতার দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য এই সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মাদক পাচার বন্ধ করা, আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভেনেজুয়েলার তেল সম্পদের নিরাপত্তা বজায় রাখা। তবে, সমালোচকরা বলছেন, এই অভিযানের ফলে অঞ্চলটিতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে।

এই হামলার এক দিন পর, ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্ট দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেয়। আদালতের রায়ে বলা হয়, 'মাদুরোর অনুপস্থিতিতে ডেলসি রদ্রিগেজ দেশের প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা এবং জাতির সার্বিক প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করবেন।'

ডেলসি এলোইনা রদ্রিগেজ গোমেস (জন্ম: ১৮ মে ১৯৬৯) ভেনেজুয়েলার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী, কূটনীতিক ও রাজনীতিবিদ। ২০১৮ সাল থেকে তিনি ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি হুগো চাভেজ এবং নিকোলাস মাদুরোর শাসনামলে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের পদে ছিলেন।

রদ্রিগেজ ভেনেজুয়েলার শাসক দল ইউনাইটেড সোশ্যালিস্ট পার্টি অব ভেনেজুয়েলার জাতীয় নেতৃত্বের সদস্য। তবে, তার বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং রাজনৈতিক সংকটে ভূমিকার অভিযোগে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা তার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ২০২৬ সালের ৩ জানুয়ারি, মার্কিন বিমান হামলায় মাদুরো আটক হওয়ার পর ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভেনেজুয়েলার পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ ভারতের

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারী ।। ভেনেজুয়েলায় সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। পররাষ্ট্র মন্ত্রক রবিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের অপারেশন সম্পর্কে অবগত এবং ভেনেজুয়েলা প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতারের ঘটনাটি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। এমইএ জানায়, 'ভারত ভেনেজুয়েলার জনগণের সুস্থতা এবং নিরাপত্তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করে। আমরা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে আহ্বান জানাচ্ছি, যাতে অঞ্চলটির শান্তি এবং স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।'এমইএ আরও জানিয়েছে, 'কারাকাসে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস ভারতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে এবং সব ধরনের সহায়তা প্রদান করে যাবে।'

শনিবার, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে এবং তার স্ত্রীকে একটি সামরিক হামলার মাধ্যমে গ্রেফতার করেছে। এ হামলায় দেশটির রাজধানী কারাকাসসহ অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপক আঘাত হানে। এই অভিযানটি 'নার্কো-টেররিজম' বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের পদক্ষেপের অংশ ছিল।

মাদুরোকে ভেনেজুয়েলা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় এবং এর পর ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার ক্ষমতা পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত দেশটি পরিচালনা করবে।

মেক্সিকো, কলম্বিয়া, কিউবাকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারী ।। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মেক্সিকো, কলম্বিয়া এবং কিউবাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মাদক সন্ত্রাস এবং অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে তাঁর দেশের কঠোর অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, 'এই দেশগুলোর পরিস্থিতি ভেনেজুয়েলার মতো হতে পারে।' পাশাপাশি, তিনি নিশ্চিত করেছেন যে মাদক সন্ত্রাস রুখতে প্রয়োজনে আমেরিকা যা করতে হবে, তা পিছপা হয়ে করবেন না।

শনিবার রাতে ট্রাম্প তার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যালে' এক পোস্টে জানান, 'ভেনেজুয়েলাকে বহুবার সতর্ক করা হয়েছিল মাদক সন্ত্রাস নিয়ে, কিন্তু তারা ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আড়াই কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার বাম নেতার ভাগিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। স্কুলে স্কুলে মিড ডে মিল সরবরাহের কন্ট্রাক্ট দেওয়ার নাম করে প্রায় আড়াই কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন বাম নেতা পবিত্র করের ভাগিনা উৎপল চৌধুরী। হরিয়ানা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ।

আজ দুপুরে বিমানযোগে হরিয়ানা থেকে উৎপল চৌধুরীকে রাজ্যে নিয়ে আসা হয়। আগরতলার এডিনগর থানায় দায়ের করা একটি মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই গ্রেপ্তার বলে জানা গেছে। অভিযোগ অনুযায়ী, মিড ডে মিল প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন স্কুলে খাবার সরবরাহের কন্ট্রাক্ট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের

কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করা হয়। পরে সেই অর্থ আত্মসাৎ করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

সূত্রের খবর, এই ঘটনার তদন্তে নেমে এর আগেও ক্রাইম ব্রাঞ্চ উৎপল চৌধুরীর বাড়ি ও তার শ্বশুরবাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল। সেই তল্লাশির সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও তথ্য উদ্ধার হয়, যা তদন্তকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। তার সঙ্গে আরও এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকও যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্তের স্বার্থে আপাতত বিস্তারিত তথ্য প্রকাশে অনিচ্ছুক প্রশাসন।

শিশু ও নাবালিকা গণধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় উত্তাল দেশ

হুবলি, ৪ জানুয়ারি ।। দেশের দুই প্রান্তে নারী নিরাপত্তার চরম অবনতি। কর্ণাটকের হুবলি এবং উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে দুই নাবালিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় শিউরে উঠেছে দেশবাসী। হুবলিতে তিন কিশোরের লালসার শিকার হয়েছে ১৩ বছরের এক বালিকা, অন্যদিকে বুলন্দশহরে ৬ বছরের এক শিশুকে গণধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে।

কর্ণাটকের হুবলিতে ১৩ বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ১৪ ও ১৫ বছর বয়সী তিন কিশোরকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সময় বাড়িতে ওই বালিকার বাবা-মা ছিলেন না। সেই সুযোগে প্রতিবেশী ওই তিন কিশোর তাকে ফুঁসলিয়ে একটি পরিত্যক্ত স্থানে নিয়ে গিয়ে যৌন নির্যাতন চালায়।

কর্ণাটকের হুবলির ঘটনায় তদন্তের গভীরে গিয়ে পুলিশ চাঞ্চল্যকর সব তথ্য উদ্ধার করেছে। ধৃত তিন অভিযুক্তের মধ্যে দু'জন উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং একজন মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া কিশোর। পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে যে, ধর্ষণের পর অভিযুক্তরা ওই নাবালিকাকে চরম ভয়ভীতি প্রদর্শন করেছিল। তারা দাবি করেছিল যে, সম্পূর্ণ লালসার ভিডিও তারা মোবাইল ফোনে রেকর্ড করে রেখেছে এবং মুখ খুললে তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে। বর্তমানে পুলিশ অভিযুক্তদের মোবাইল ফোনগুলো বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে পকসো আইনের কঠোর ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের ঘটনাটি ছিল আরও বেশি অমানবিক ও নৃশংস। গত ২ জানুয়ারি রাতে মাত্র ৬ বছরের এক শিশুকে গণধর্ষণ করার পর তার ওপর চলে চরম শারীরিক অত্যাচার। নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে এবং ঘটনার যাবতীয় প্রমাণ লোপাট করার অশুভ উদ্দেশ্যে ওই নিষ্পাপ ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সুধীর রঞ্জন মজুমদারের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক শ্রদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলীয় নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা ও কর্মীরা। আশীষ কুমার সাহা সুধীর রঞ্জন মজুমদারের কর্মময় জীবনের নানা দিক স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, সুধীর রঞ্জন ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি এডিসি শাসন করবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। প্রতারণার মাধ্যমে রাজনীতি করা যায় না। জনজাতি অংশের মানুষ বুঝতে পেরেছে যে রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টি করতে পারে। জনজাতিদের উন্নয়নে যা যা করার দরকার সেটা করবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার। আর স্ক্রিপ্ট (হরফ) নিয়ে আন্দোলন করার কোন প্রয়োজন নেই, নিজেরাই স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন।

আজ বড়মুড়ায় ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত মেগা যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এই সভা থেকে ১৮১ পরিবারের ৪৯৫ জন ভোটারকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী। সভায় অন্যতম বক্তা হিসেবে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এখানে যাতে সভা না হয় সেজন্য জলের দাবিতে আন্দোলন করতে কোমলমতি কিছু মা বোনকে রাস্তায় নামানো হয়। এটা সবসময় ওরা করে থাকে। কিন্তু চালাকি দিয়ে মহৎ কাজ করা যায় না। ভারতীয় জনতা পার্টি শুধু ত্রিপুরা বা ভারতবর্ষে নয়, সারা বিশ্বের মধ্যে একটা শক্তিশালী পার্টি। তাই আমি বলবো যে আপনারা এখনো ভুল করছেন, এখনো সময় আছে আপনারা এভাবে করে কোমলমতি জনজাতি ভাইবোনদের উন্নয়নে বাঁধা সৃষ্টি করবেন না। ভারতীয় জনতা পার্টি জনজাতি ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

আন্দামানে দুর্ঘটনায় আহত রাজ্যের শিক্ষিকার খোঁজ নিলেন সাংসদ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। পরিবারের সঙ্গে আন্দামান ভ্রমণে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হলেন আগরতলার রেন্টার্স কলোনির বাসিন্দা শ্রীমতি মৈত্রী চক্রবর্তী (সহকারী অধ্যাপিকা, টিএমসি)। দুর্ঘটনায় তাঁর মাথায় আঘাত লাগে। ঘটনার পরপরই তাঁকে চিকিৎসার জন্য আন্দামানের জিবি পন্থ হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনার সময় ত্রিপুরার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সংসদীয় দলের সঙ্গে সরকারি কর্মসূচিতে আন্দামানে অবস্থান করছিলেন। বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সাংসদের নজরে আনেন মৈত্রী চক্রবর্তীর পরিবারের এক পরিচিত ব্যক্তি, ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ভেনেজুয়েলার ঘটনা

ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করুক ভারত ঃ মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সস্ত্রীক অপহরণের অভিযোগের প্রতিবাদে রবিবার আগরতলায় তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও মিছিল সংগঠিত করল সিপিআইএম। ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসসহ মিরান্ডা, আরাগুয়া প্রভৃতি প্রদেশে মার্কিন সেনাবাহিনীর কথিত অনৈতিক গোলাবর্ষণ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়।

রবিবার সিপিআইএম-এর মহকুমা দপ্তরে দলীয় নেতা-কর্মীরা জমায়েত হয়ে একটি প্রতিবাদী মিছিল বের করেন। মিছিলটি শহরের ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

সিপিএমের বিলোনীয়ায় মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি।। ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ এক প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বিলোনিয়া থানা এলাকার অন্তর্গত বিলোনিয়া শহরে সিপিআইএম পার্টি অফিস থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে একটিলা বাজার হয়ে ১ নম্বর টিলা বাজারে এসে শেষ হয়। সেখানে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

শিশুদের সৃজনশীল বিকাসের উপর গুরুত্বারোপ মন্ত্রী রতনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি।। শিল্পচর্চা মানুষের মানসিক বিকাশ ঘটায়, ধৈর্য্য শেখায়, মনোযোগ বৃদ্ধি করে এবং সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করে। পড়াশোনার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অবশ্যই পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্য্যকলাপ যুক্ত হওয়া উচিত। মোহনপুর পৌর পরিষদে আয়োজিত আর্ট সোসাইটি প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার শিক্ষার পাশাপাশি শিল্প ও সংস্কৃতির সার্বিক বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনি বলেন, পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলেই জীবনে সাফল্য নিশ্চিত হয় না। একজন মানুষকে হতে হবে সংবেদনশীল, সৃজনশীল এবং মানবিক। নতুন ভাবনা ও উদ্ভাবনী চিন্তাই ভবিষ্যতের পথ দেখায়। তাই আমি শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানাই পড়াশোনার পাশাপাশি শিল্প ও সংস্কৃতিকে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ৫ জানুয়ারি,২০২৬ইং
২০ পৌষ, সোমবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

মার্কিন অভিযান নিয়ে মুখ খুলল ভারত

সংঘাতের পরিবর্তে সব পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যার সমাধান করিবার এবং ওই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখিবার আহ্বান জানাইয়াছে ভারত।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি ট্রাভেল অ্যাডভাইজরি জারি করা হইয়াছে। ভারতীয় নাগরিকদের ভেনেজুয়েলায় অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াইতে বলা হইয়াছে এবং সেখানে অবস্থানরত ভারতীয়দের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করিতে ও কারাকাসে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ রাখিতে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতের এই প্রতিক্রিয়াকে আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা বেশ 'সতর্ক অবস্থান' হিসেবে দেখিতেছেন। কারণ একদিকে রাশিয়া, চীন ও কিউবার মতো দেশগুলো এই মার্কিন অভিযানকে 'আন্তর্জাতিক আইনের নগ্ন লঙ্ঘন' বলিয়া কঠোর নিন্দা জানাইয়াছে, অন্যদিকে ভারত সরাসরি নিন্দা না করে 'শান্তি ও আলোচনার' ওপর জোর দিয়াছে। ভারতের বামপন্থী দলগুলো অবশ্য এই ঘটনায় ভারত সরকারের নীরবতা ভাঙিয়া আরও কড়া প্রতিবাদের দাবি তুলিয়াছে।

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে আটক করা মার্কিন অভিযানের প্রতিক্রিয়ায় মুখ খুলিল ভারত। বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল একটি বিবৃতি প্রকশ করিয়া এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এই ঘটনার ওপর ভারত নজর রাখিতেছে বলিয়াও জানান তিনি। এর আগে গতকাল ভেনেজুয়েলার রাজধানীতে মার্কিন এয়ারস্ট্রাইকের পরে সেই দেশে থাকা ভারতীয়দের সাবধানে থাকিতে বলিয়া নির্দেশিকা জারি করিয়াছিল বিদেশ মন্ত্রক। তবে বিষয়টি নিয়া আজ পূর্ণাঙ্গ ভাবে ভারত সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করা

হইল।বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, "ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী গভীর উদ্বেগের বিষয়। আমরা বর্তমান পরিস্থিতির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিতেছি। ভেনেজুয়েলার জনগণের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য ভারত তাহাদের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করিতে চায়। আমরা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংলাপের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ইস্যু সমাধান এবং এই অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করিবার আহ্বান জানাইতেছি।ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে হামলা চালাইয়া ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে মার্কিন সামরিক বাহিনী আটক করিয়া নিয়া গিয়াছে। এই আবহে ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজকে ভেনেজুয়েলার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দিয়াছে আদালত। আদালত বলে, দেশের সার্বভৌমত্ব ও প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখিতে এই সিদ্ধান্ত জরুরি। এহেন ডেলসি দায়িত্ব সামলাইয়াই বলিয়া দিয়াছেন, "কারও দাসত্ব করিব না।" প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁহার স্ত্রীর মুক্তির দাবি জানাইয়াছেন তিনি। তিনি বলেন, 'ভেনেজুয়েলা কোনওদিন কোনও সাম্রাজ্যের উপনিবেশ হইবে না। কাহারও দাসত্ব করিবে না। মাদুরোই আমাদের একমাত্র নেতা। অবিলম্বে তাঁহাকে এবং তাঁহার স্ত্রীকে মুক্তি দিতে হইবে।'এদিকে মার্কিন সেনার হাতে আটক হওয়ার ১৫ ঘণ্টার পরে নিকোলাস মাদুরো নিউইয়র্কে পৌঁছিলেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, মাদক ও অস্ত্র চোরাচালানের অভিযোগে করা মামলায় ম্যানহাটনের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হইবে। ২০২০ সালে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে কোকেন পাতার ষড়যন্ত্রের একটি মমালা করা হইয়াছিব। সেই মামলায় অভিযুক্ত মাদুরো। এদিকে গতকাল ট্রাম্প জানাইয়া দিয়াছেন, নিউইয়র্কেই হইবে মাদুরো এবং তাঁহার স্ত্রীর বিচার। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করিয়াছেন, ভেনেজুয়েলার পুরো তেলের শিল্প গড়িয়া তুলিয়াছিল আমেরিকাই। সেই তেল এবার বিশ্বের অন্যান্য দেশকে বিক্রি করিবে আমেরিকাই।মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, 'আমরা ওই দেশটা (ভেনেজুয়েলা) চালাইব, যতক্ষণ না আমরা একটি নিরাপদ, উপযুক্ত এবং ন্যায়পরায়ণ রূপান্তর সম্পন্ন করিতে পারি।' সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা অন্য কাউকে বসাইয়া দিতে চাই না। দীর্ঘদিন ধরিয়া যে পরিস্থিতি ছিল, সেটাই আছে। তাই আমরাই দেশ চালাইতে যাইতেছি। আমেরিকার বিশাল বড়-বড় তৈল সংস্থাগুলি ভেনেজুয়েলার শক্তিক্ষেত্রে কয়েক বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করিবে। অত্যন্ত বাজেভাবে ভাঙিয়া পড়া পরিকাঠামো ঠিক করিবে।'ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে মার্কিন বাহিনীর হাতে আটক হওয়ার ঘটনা এবং সে দেশে মার্কিন সামরিক অভিযান নিয়া ভারত সরকার তাহার আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাইয়াছে। ভারত এই পুরো পরিস্থিতিকে 'গভীর উদ্বেগের বিষয়' হিসেবে বর্ণনা করিয়াছে।

৪ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া বিবৃতিতে ভারতের অবস্থান পরিষ্কার করা হইয়াছে। ভারত জানাইয়াছে যে ভেনেজুয়েলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী অত্যন্ত উদ্বেগজনক। নয়াদিল্লি বর্তমান পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখিতেছে। ভারত ভেনেজুয়েলার সাধারণ মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তার প্রতি তাহাদের পূর্ণ সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করিয়াছে।

রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করেছিলেন, বলেছেন রবীন্দ্রনাথ

স্বপনকুমার মণ্ডল

অস্বীকার করার মধ্যেও স্বীকৃতি বর্তমান। যার মনে আছে, তাকেই লোকে অপমান করে। বিদ্বেষের মধ্যেও থাকে মান্যতার গরিমা।

সেক্ষেত্রে ঈর্ষাকারীকে তুচ্ছ ভাবার চেয়ে তারও মূল্যায়নের তারিফ করা শ্রেয়। কেননা সে অন্তত গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। মেনে না নেওয়ার এর চেয়েও মনে নেওয়া আরও কষ্টকর। এজন্য কেউ বিদ্বেষবশত আঘাত বা অস্বীকার করলেই বুঝে নিতে হবে মেনে নেওয়ার চেয়েও মনে নেওয়া তার পক্ষে অস্বাভাবিক। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী ইন্দরসিংহ পারমার রাজা রামমোহন রায়কে "ভুয়ো সমাজ সংস্কারক" থেকে "ব্রিটিশের দালাল" আখ্যা দিয়ে বক্তৃতা করে হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন। ১৫ নভেম্বর শনিবারে সে রাজ্যের আগর মালওয়ায় বিরসা মুণ্ডার সার্ধশতবর্ষের এক অনুষ্ঠানে সরাসরি রাজা রামমোহন এর বায়কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেন যা স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালিবিদ্বেষী মনোভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া --দেখা দেয় এবং এখনও তার বেশ বর্তমান। তাঁর মোদ্দা কথা। "বাংলার ব্রিটিশ শিক্ষার ফলে ধর্ম পরিবর্তনের কুচক্র চলছিল। আর সেখানে বেশ কয়েক জন ভারতীকে ভুয়ো সমাজ সংস্কারক বানিয়ে রেখেছিল ব্রিটিশ। এঁদেরই একজন ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ব্রিটিশদের দালাল হিসাবে কাজ করতেন।" ইন্দরসিংহের বক্তব্যে রামমোহন সম্পর্কে দুটি বিষয় স্পষ্ট। এক, রামমোহন "ভুয়ো সমাজ সংস্কারক" এবং এর দুই, তিনি "ব্রিটিশের দালাল"। "স্বাভাবিক ভাবেই। ইন্দরসিংহের বক্তব্যে সাম্প্রতিক কালে দেশজুড়ে বাঙালিবিদ্বেষী ঘটনাপ্রবাহে তার প্রকট অস্তিত্ব বাঙালির সামনে আবার নগ্ন হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রথম আলোকিত ব্যক্তিত্ব তথা ও ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় "ভারতপথিক রামমোহন" বাংলার গর্ব। বাঙালির অহঙ্কার। তাঁর প্রতি কুরুচিপূর্ণ অপব্যাখ্যায় আঁতকে ওঠা বাঙালির প্রাণে আঘাত লাগে, মানের দল অবনমনে শিউরে ওঠে বাঙালির মন। অন্যদিকে তাঁর এব, বক্তব্যের সমর্থনের অভাববোধে ইন্দর সিংহের বোধোদয় থেকে কথামালা বেরিয়ে আসে পরের দিন রবিবার (১৬ নভেম্বর) "ভুল করে দেশের প্রসিদ্ধ সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে আমার। মুখ থেকে ভুল কথা বেরিয়ে গিয়েছে। আমি খুবই দুঃখিত। আমি প্রায়শ্চিত্ত করছি। আমি তাঁকে সম্মান করি।" বলাই বাহুল্য, সম্মাননীয়কে কেউ তাঁর মতো এয়া কেউ অসম্মান করেন না। সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর সচেতন বক্তব্য থেকে সচকিত ভুল স্বীকার কোনওটাই মেনে নেওয়া যায় না। অবশ্য ইন্দরসিংহের আঘাতের একটি ভালো দিকও আছে। এমনিতে রামমোহনকে নিয়ে বাঙালির শ্রদ্ধার অভাব - নেই,বরং তা অতি পরিমাণেই আছে। তাঁকে নিয়ে গর্ববোধও অতিমাত্রায়। বিদ্যাসাগরের আগে রামমোহনের নাম সগৌরবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। আধুনিক বাঙালির পরিচয়ে রামমোহন মুকুটহীন এই রাজা। অথচ তাঁকে নিয়ে চর্চার পরিসরের অভাবে বাঙালির কাছেও রামমোহন অপরিচয়ের কারণ হয়ে উঠেছেন। সেক্ষেত্রে ইন্দরসিংহের বিতর্কিত মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রামমোহনের মহামানবের আসন থেকে তার ঐশ্বরিক দূরত্ব ঘুচিয়ে মানবিক পরিচয় আলোকিত নয় হওয়ার বিপুল সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিদ্যাসাগর ক থেকে রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই বিতর্কের পরিসরে অনেক পরিচিতি লাভ করেছেন। রাজা রামমোহন রায় সেদিক অনেকটাই উপেক্ষিত, বাঙালির কাছেও।

অন্যদিকে রামমোহন রায়ের সমাজসংস্কারের স্বরূপ উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। শুধু মাত্র সতীদাহ প্রথাতেই তাঁর সমাজসংস্কারই তাঁকে স্মরণে বরণীয় করে তুলেছে। অথচ তাঁর সমাজসংস্কারের ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাতে কিছুই বোঝা যায় না। উল্টে হিন্দু রক্ষণশীলদের কাছে তা অপ্রিয় ও বিরূপ করে তোলে। কালপ্রবাহে ধর্মীয় আধ্যাত্মিক চেতনার পরিবর্তে আচার-বিচারের জরাজীর্ণ প্রকৃতিতে আবদ্ধ মৃতপ্রায় বিপন্ন প্রাণসত্তাকে জাগিয়ে তুলতে রামমোহন রায় যেভাবে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, তা তাঁর আত্মীয় সভা থেকে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠাতার পরিচয়েই সমধিক পরিচিতি লাভ করে। অথচ তাঁর বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সমাজসংস্কারই তার আড়ালে থেকে গেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিটি কলেজে তাঁর স্মরণসভা (১২৯১-এর ৫ মাঘ) পঠিত প্রবন্ধে রামমোহনের পরিচয়ে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। "বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।" আসলে আধুনিক বিশ্বে বাঙালির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রামমোহন রায় ছিলেন প্রথম। সেই শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়েও তাঁর সমাজসংস্কারকের বনেদি ভূমিকার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঠিত প্রবন্ধটিতে নানা উপমায়, উদাহরণে যেভাবে বোজানোয় সচেষ্ট হয়েছেন, তাতেই বিষয়টি অসাধারণত্ব লাভ করে। রামমোহন রায় যখন জাগ্রত হইয়া বঙ্গসমাজের চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র। সেই অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থায় রামমোহন তাঁর সমাজসংস্কারের আলো জ্বেলে কোনও নতুন ধর্ম গড়ে তুলতে চাননি, হিন্দুধর্মকেই সচল করতে সক্রিয় হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঠিত প্রবন্ধে তাও উল্লেখ করেছেন। "সকলে বলিল, তিনি হিন্দুধর্মের উপরে আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ এইজন্য তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ।" শুধু রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নেই নয়, স্বয়ং রামমোহনও সেকথা তাঁর আত্মজীবনীতেও স্পষ্ট করে তুলেছেন। তিনি যে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে ছিলেন না, বরং তার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, তা তাঁর কথাতেই প্রতীয়মান: "The ground which I took in all my controversies was– net that of opposition to Brahminism– but to a perversion of it– and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahimins was contrary to practice of the ancestors– and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey" অথচ তাঁর ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠাই হিন্দুরক্ষণশীলদের মনে হিন্দুধর্মবিরোধিতার শিকার হয়ে ওঠে। সেই ধারার উত্তরসুরি হিসেবে রক্ষণশীলতার হিন্দু মানসিকতায় শুধু মধ্যপ্রদেশের ইন্দরসিংহই নন, এই বাংলাতেও অজস্র বাঙালির কাছে রাজা রামমোহন রায় এখনও হিন্দুবিরোধী হয়ে রয়েছেন। অথচ তিনি নীতি ও আদর্শে যেমন অবিচল ছিলেন, তেমনই আচারে-বিচারে স্বধর্ম রক্ষা করে চলেছেন আজীবন। ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ খাবার খেতেন না, অন্য ধর্মের লোকের সঙ্গে একাসনে বসে আহারও করতেন না। আবার তিনি উপবীত ধারণ করেছিলেন আমৃত্যু। শুধু তাই নয়, আজীবন স্বকীয় আদর্শে অবিচল থেকে সমাজসংস্কারে রতী ছিলেন। সেখানে তাঁকে "ভুয়ো সমাজসংস্কারক" বলার কোনও অবকাশ রাখেননি, বরং প্রবল ব্যক্তিত্বের পরাকাষ্ঠায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ রক্ষণশীল সমাজের কাছে অপ্রিয় হয়েছেন, বিতর্কের শিকারে সাধারণ্যে জনপ্রিয় হতে পারেননি, উল্টে জনপ্রিয়তার হাতছানিকে তোয়াক্কা না করে স্বপথে হেঁটেছেন অবিরত, আজীবন। অন্যদিকে রামমোহনের সমাজসংস্কার বহুধাবিস্তৃত ও লক্ষ্যভেদী পরম্পরার সঙ্গে সুদূরপ্রসারী। ধর্ম ও সমাজের সংস্কারের লক্ষ্যে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে। হিন্দুসমাজের অভিশপ্ত যে পাঁচটি কুপ্রথা সেই সময় প্রচলিত ছিল, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর সংস্কারের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ ও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর। সংস্কার ছড়িয়ে পড়লেও শেষোক্তটি ইতিহাসে সমুজ্জ্বল। অথচ সেখানেও তাঁর দালালির পরিচয় মেলে না, বরং তাঁর বিরোধিতা তাঁর স্বকীয় জাত চিনিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ দেশের সতীদাহের মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতা তথা প্রাণঘাতী কুপ্রথা বন্ধ করার সদিচ্ছা অনেক দিন আগে থেকেই ফরাসি, ওলন্দাজ ও পর্তুগিজ শাসকদের ছিল। সেই ধারায় পরে ইংরেজ শাসকরাও সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ-দেশীয়দের ধর্মীয় আঘাতের ফলে জনমানসে তীর অসন্তোষের ভয়ে তা থেকে বিরত ছিলেন শাসকেরা। সেক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকের পক্ষে রামমোহন রায় যে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে সামিল হয়েছিলেন সেই ১৮১৭-তে, তা শিবনাথ শাস্ত্রীর। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ থেকেই জানা যায়। শুধু তাই নয়, ১৮১৮ তে তাঁর প্রভাবও সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনে পড়েছিল। অন্যদিকে সাধারণ্যে এখনও প্রচারিত রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছেন। অথচ কথাটি ঠিক নয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ১৮২৯-এ আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন। রামমোহন রত্না সতীদাহ প্রথার ঘোরতর বিরোধী হয়েও উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আইন করে তা বন্ধ করার বিরোধিতা করেছিলেন। সেক্ষেত্রে সময়ের। প্রেক্ষিতে তাঁর বিরোধিতার সমালোচনা করা গেলেও তাতে তাঁর অনমনীয় স্বকীয় ব্যক্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি যে ব্রিটিশের দালাল বা দাসত্ব করেননি, বরং প্রয়োজনে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, তাতে তাও প্রতীয়মান। রামমোহন সাময়িক আন্দোলন গড়ে তুলে প্রথাটি বন্ধ করতে চাইলে সমকালীন পরিসরে তা সমীচীন না হলেও তাঁর বিরোধিতার উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অন্যদিকে আইন লাজ করার পরে অবশ্য তিনি ও তাঁর সমমতালম্বী আরও অনেকে উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ধন্যবাদও জানিয়েছেন। অথচ রামমোহন রায়ের নেতৃত্বেই সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলন তীব্রতা লাভ করে এবং ব্রিটিশ সরকারকে আইন প্রণয়নে সক্রিয় করে তোলে। সেক্ষেত্রে তিনি অনায়াসেই উইলিয়াম বেন্টিঙ্ককে সমর্থন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার কৃতিত্ব নিতে। পারতেন। অথচ তা তিনি করেননি। আসলে রামমোহনের সমাজসংস্কারে বিদ্রোহ করেননি, বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। আবেগের বশবর্তী হয়ে তিনি ধর্ম ও সমাজের সংস্কারে সক্রিয় হননি, তা একান্তই তাঁর যুক্তি, তর্ক ও বিচারবোধ তাড়িত। এজনা সমাজসংস্কারে ধর্মশাস্ত্রকে হাতিয়ার করেননি, বরং সেই শাস্ত্রের আসল স্বরূপ বাংলায় অনুবাদের মাধ্যমে জনমানসে নিবিড় করায় সচেষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, আধুনিক শিক্ষা প্রচলন থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত চিন্তার চর্চা সবেতেই তাঁর সমাজসংস্কারের নিবিড় আয়োজন। অন্ধবিশ্বাসের জায়গায় জ্ঞান বিজ্ঞান, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি ও ধর্মাচারের চেয়ে মানবমুখী কল্যাণকামী ঈশ্বরচিন্তা প্রভৃতির মধ্যেই রামমোহনের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বে কোনওরকম ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। অথচ তাঁকে ভালো করে জানা যেমন সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না, তেমনই হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের পক্ষে মেনে নেওয়াও আরও কঠিন হয়ে ওঠে। অজ্ঞতা থেকে শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় না, অস্বীকারের প্রবণতাকেও সক্রিয় করে তোলে। আবার রক্ষণশীল চেতনায় দৃষ্টির সংকীর্ণতায় অজ্ঞতার পথ আপনাতেই সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। সেই অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতায় রাজা রামমোহন রায় আজ নিজেই শিকার। সেক্ষেত্রে তাঁকে নিয়ে ইন্দরসিংহের অসত্য মন্তব্য তীব্র আপত্তিজনক ও প্রতিবাদযোগ্য হলেও তাতে বিতর্কের আলোতে তাঁর অজানা খনির পরশমণি। হদিশ পাওয়ার হাতছানিও মেলে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'অমিত্রাক্ষর বেদনা'

বীরেন মুখার্জী

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ধীর, অলস ও একমাত্রিক জীবন-যাত্রার তাল-ছন্দ ভেঙে বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের সূচনা করেন কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। উনিশ শতকের প্রথমভাগে বেঙ্গল নবজাগরণের সূচনালগ্নে, অকুণ্ঠচিত্তে নবজাগরণের ধর্ম স্বীকার করলেন রাজা রামমোহন রায় আর পণ্ডিত বিদ্যাসাগর হয়ে উঠলেন মানবমন্ত্রে সঞ্জীবিত। অপরদিকে ডিরোজিও সত্য-সুন্দর দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে নবজাগরণে সক্রিয়দের অন্তর্লোকে জ্বেলে দিলেন তীব্র আলো। এদের অন্যতম ঋত্বিক হিসেবে মধুসূদন দত্ত তেজ ও বীর্যের সম্মিলন ঘটিয়ে কাব্য রচনায় ব্রতী হলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাহিত্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে সমৃদ্ধ করে তুললেন বাংলা সাহিত্যভাণ্ডার। বলা যায়, অহল্যা উদ্ধারের মতো নির্জীব বাংলা সাহিত্যকে সব ধরনের কূপমণ্ডুকতা থেকে উদ্ধার করে তাতে প্রাণসঞ্চার করেন তিনি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের 'যুগত্রাতা' হিসেবে তাকে তাই সহজেই শনাক্ত করা যায়। তার বিদ্রোহ আদর্শিক অর্থেই। কারণ নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ দেশী বাংলা ভাষায় তিনি যোগ করেছেন অদৃষ্টপূর্ণ আলো, হৃদয়ের অভাবনীয় তাপ আর আন্তর্জাতিকতার ঢেউ। একমাত্র মধুসূদন দত্তই অবলীলায় শিল্পের জন্য শিল্প বা কবিতার জন্য কবিতা চর্চা করেছেন।

উনিশ শতকের অবিভক্ত বাংলায় পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য ও রাজনীতির প্রভাব সমাজ-সাহিত্যে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সমাজের ভাবাদর্শের সঙ্গে বাঙালীর সামাজিক, রাজনীতিক, ধর্ম ও সাহিত্যাদর্শ সাংঘর্ষিক হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিপ্রদত্ত শক্তি, প্রতিভা এবং অসাধারণ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে সংস্কৃতির মেলবন্ধন ঘটাতে এগিয়ে আসেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

এ নবীন কবি বিদেশী সাহিত্য থেকে নানা উপকরণ সংগ্রহ করে মাতৃভাষাকে পরিপুষ্ট করলেন, গাম্ভীর্য ও ভাববৈচিত্র্যে বাংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে সচেষ্ট হলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এটাই বোঝাতে সক্ষম হলেন যে, বাংলাভাষায় কেবল 'বাঁশির মৃদুমধুর গুঞ্জরণ' অথবা "বেণু-বীণানিক্কণ' ধ্বনিত হয় না, প্রতিভাবান লেখকের হাতে এ ভাষা প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো ফুটে ওঠে।" তিনি প্রমাণ করেছেন 'বাংলাভাষা নির্জীব নয়, সজীব ভাবধারার বাহন হতে পারে, দৃঢ়তা ও সম্ভাব্যতায়। বাংলা ভাষা যে-কোনো উন্নত ভাষার সমকক্ষ।' তার সমকালে বাংলা গদ্যের শক্তি আবিষ্কার করেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র; আর মধুসূদন আবিষ্কার করেন বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্নিহিত শক্তি। মাইকেলের এই আবিষ্কারের মূলে ছিল পশ্চিমের শক্তিশালী শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাত যা নব্যশিক্ষিত বাঙালী যুবকদের চেতনায় নবযুগের উন্মেষ ঘটায়। এটি ছিল সাহস, সংস্কারমুক্ত ও বন্ধন ছিন্ন করার যুগ। মধুসূদন দত্ত এই যুগের ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেন। যে কারণে ইংরেজ বা ইউরোপীয় শিক্ষা তাকে প্রভাবান্বিত করলেও বাঙালি সত্তা তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। বিদেশী শিক্ষা ও সভ্যতার মূল ভাবাদর্শ যেমন রাজা রামমোহন রায় গ্রহণ করেছিলেন তেমনি একইভাবে সেই আদর্শের সঙ্গে বাঙালী মতাদর্শের সম্মিলনে তিনি 'বাংলা কাব্যে' অভাবনীয় যুগান্তর ঘটালেন। হোমার-মিলটন থেকে কাব্যরস সংগ্রহ করে রচনা করলেন বাংলা সাহিত্যে অমর কাব্যকর্ম। আধুনিক বাংলা কাব্য রচনায় 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' মাইকেল মধুসূদনের অমর কীর্তি। তার ছন্দ সৃষ্টি শুধু যে ভাষা ও ছন্দের একটা আমূল পরিবর্তনই এনে দিল তা নয়, এই নির্মিতির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে গুপ্তযুগেরও অবসান সূচিত হয় বলে কাব্যবোদ্ধারা মনে করেন।

তিনি গ্রিক মিথ ও মহাকাব্য এবং ভারতীয় পুরাণের সংমিশ্রণে রচনা করলেন সম্পূর্ণ আধুনিক ধারার মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ'। এই মহাকাব্য কবি প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের সাক্ষ্যবহন করছে। তার অমিত্রাক্ষর ছন্দেরও পূর্ণ পরিণতি ঘটে এই মহাকাব্যের মধ্য দিয়ে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছন্দমুক্তি নিয়ে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

ছন্দমুক্তি সম্পর্কে তার দৃঢ়তা ও প্রত্যয় ধরা পড়ে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র উৎসর্গপত্র মঙ্গলাচরণে। নতুন এ ছন্দ ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হিসেবে তিনি লেখেন 'আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হতেছে যে, এমন কোনো সময় অবশ্যই উপস্থিত হবে, যখন এ দেশের সর্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগদেবীর চরণ হতে, মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখে চরিতার্থ হবেন।' আধুনিক কাব্য সাহিত্যের বর্তমানের রূপ-ঐশ্বর্য কবির এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতারই সাক্ষ্যবাহী হিসেবে পাঠকের অন্তরে জেগে থাকে। প্রকৃতির নেপথ্যে বিধানই যুগ-পরিবর্তনে নেপথ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতির কার্য কখনো অসম্পূর্ণ থাকে না, প্রকৃতির এটাই নিয়ম। মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন না করলেও অন্য কেউ হয়তো নিশ্চয়ই এটি করতেন। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভার অন্যতম উপাদান ছিল বৈপ্লবিক মনীষা, তাই দুঃসাধ্য সাধন তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। একটি জাতির ইতিহাসে যখন নতুন যুগের অভ্যুদয় ঘটে তখন অনেকেই এটি স্বীকার করতে চান না। মাইকেলের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর, প্যারীচরণ সরকারের মতো পণ্ডিতরাও প্রথমে ভাষার এ বিপ্লবকে স্বীকার করতে ইতস্তত করেছিলেন।

তবে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট মনীষী মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ-প্রবর্তনের প্রচেষ্টার ব্যাপক প্রশংসা করেন। মধুসূদন সৃষ্ট 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ'র উদ্ভাবনা মধুসূদনকে যেমন যশের অধিকারী করেছে, তেমনি বাংলা সাহিত্যে বেজে উঠেছিল ছন্দের এক নব অভিযানের দুন্দুভি।

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু লিখেছিলেন "মাইকেলের যতি স্থাপনের বৈচিত্র্যই বাংলা-ছন্দের ভূত-ঝাড়ানো জাদুমন্ত্র। কী অসহ্য ছিল 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল'-র একঘেয়েমি, আর তার পাশে কী আশ্চর্য মাইকেলের যথেচ্ছ-যতির ঊর্মিলতা! যতিপাতের এ বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গেই যে ছন্দের প্রবহমানতা এসে অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিল।" অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতো, মধুসূদন 'চতুর্দশপদী' কবিতার প্রবর্তন করেন। এ ছাড়া গীতিকবিতা, পত্রকাব্য, নাটক, রোমান্টিকতা, ভাষা ও ছন্দ নির্মাণে তিনি ছিলেন আধুনিক। সাহিত্যজীবনের শুরুতে বিদেশী অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার প্রতি তার আগ্রহ তৈরি হলেও মাতৃভাষা বাংলাকেই আকুল আবেগে তিনি জড়িয়ে ধরেছেন। এ ভাষাকে নতুন গতিপথে চালনা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন মাতৃভাষার প্রতি তার মমতা কত গভীরে প্রোথিত। 'বঙ্গভাষা' শীর্ষক সনেটে তিনি স্বীকার করেছেন 'মাতৃভাষা রূপ খনি পূর্ণ মনিজালে।' মধুসূদনের প্রতিটি চতুর্দশপদী কবিতার পঙক্তিতে বাংলা ভাষা, দেশ, বাংলার প্রকৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের ইঙ্গিত বহন করে। 'সাংসারিক জ্ঞান' শীর্ষক চতুর্দশপদীতে কাব্যপ্রীতির পরিণতি ও তার প্রতিক্রিয়া তিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে 'কি কাজ বাজায়ে বীণা, কি কাজ জাগায়ে/সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে?/কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগণে/মেঘরূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে?' জীবনের অন্তহীন জটিলতা, জাগতিক টানাপড়েন আর আত্মসঙ্কটই কবিকে বাধ্য করেছে 'কবি'র মতো প্রশ্নশীল সনেট রচনায়; যেখানে তিনি প্রকৃত কবির স্বভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, 'কে কবি কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,/শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,/সেই কি সে যম-দমী?' আবার নিজেই উত্তর দিয়েছেন, 'সেই কবি মোর মতে, কল্পনাসুন্দরী/ যার মনঃ কমলেতে পাতেন আসন,/অস্তগামী- ভানু -প্রভাব-সদৃশ বিতরি/ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ কিরণ।' এই কবিতার প্রথম সর্গ আধুনিক কাব্য সমালোচকেরা 'কবিতার সংজ্ঞা' হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, মধুসূদন দত্ত বাংলা কবিতাকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। 'একই সঙ্গে তিনি ধ্রুপদী ও আধুনিক ধারার কাব্যচর্চা করেছেন। এই ধ্রুপদী আধুনিকতার সব রকম বৈশিষ্ট্যই যেমন মহাকাব্যে, তেমনি তার সনেটগুচ্ছেও অস্তিত্বমান।' বলা যায় মধুসূদন সৃষ্ট সব সাহিত্যকর্মই আধুনিক। মধ্যযুগের বাংলা পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের শৃংখলে বন্দী বাংলা কবিতাকে মুক্ত করে তার উপর অমিত্রাক্ষরের বন্যাপ্রবাহ ছিল যেমন কবির নতুন সৃষ্টি, তেমনি সব ধরনের সাম্প্রদায়িকতা ও অপশক্তির বিরুদ্ধে তার শক্ত অবস্থান নির্ণয় করা যায়, 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রো' ইত্যাদি প্রহসনমূলক রচনার মধ্য দিয়ে। অথচ তিনি যখন 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাবণের কণ্ঠে ঘোষণা দেন 'জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?/যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শতধিক তারে'; তখন এ উচ্চারণ শুধু একজন পরাক্রমশালী লঙ্কেশ্বর রাবণের থাকে না হয়ে ওঠে এক দেশপ্রেমিক ভাগ্য বিড়ম্বিত কবির বাস্তবতা। ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ী গ্রামে 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ-প্রবর্তক' এই কবি জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক ছন্দ সৃষ্টি ছাড়াও অন্তর্জীবন এবং অন্তরঙ্গ ভাবপ্রকাশের যে পরিচয় বিধৃত আছে তার সাহিত্যকর্মে, সে জন্যই তিনি সাহিত্যের আকাশে চিরদিন জেগে থাকবেন।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

4-01-26.pmd 1 04-01-2026, 23:44

রবিবার আগরতলায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জনের মৃত্যু দিবস পালিত হয়।

শ্রী বিজয়া পুরমে ৩৭৩ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন অমিত শাহের, নতুন অপরাধ আইন নিয়ে প্রদর্শনী

শ্রী বিজয়া পুরম, ৪ জানুয়ারি: আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শ্রী বিজয়া পুরমে শনিবার ৩৭৩ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি তিনি তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত একটি বিশেষ প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের লেফটেন্যান্ট গভর্নর অবসরপ্রাপ্ত অ্যাডমিরাল ডি. কে. জোশি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন এবং অন্যান্য ঊর্ধতন আধিকারিকরা।

সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের একটি অনন্য ভূমিকা রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনকালে সেলুলার জেলে অসংখ্য স্বাধীনতা সংগ্রামী কারাবরণ, নির্যাতন এবং আত্মবলিদান দিয়েছেনযা ভারতের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তিনি বলেন, বীর সাভারকর স্মৃতিসৌধ ও সেলুলার জেলের চিরন্তন শিখা আজও বিশ্বের কাছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ ও সাহসিকতার কাহিনি তুলে ধরে।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ঐতিহাসিক তেরঙ্গা উত্তোলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরে শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বীপপুঞ্জের কয়েকটি দ্বীপের নাম 'শহীদ' ও 'স্বরাজ' রেখে নেতাজিকে সম্মান জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, স্বাধীনতা আন্দোলনের বীরদের নামে দ্বীপগুলির নামকরণ করে এই অঞ্চলকে প্রতিটি ভারতীয়র জন্য এক তীর্থস্থানে পরিণত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অমিত শাহ বলেন, মোদি সরকার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে আর্থিক বোঝা হিসেবে দেখার ধারণা বদলে দিয়ে জাতীয় অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত করেছে। গত ১১ বছরে যে রূপান্তর ঘটেছে, তা দেশের প্রতিটি প্রান্তের উন্নয়ন এবং জাতীয় ঐক্য সুদৃঢ় করার সরকারের দৃঢ় সংকল্পেরই প্রতিফলন।

উদ্বোধিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ২২৯ কোটি ব্যয়ে নির্মিত ইন্টিগ্রেটেড কমান্ড অ্যান্ড কন্টোল সেন্টার, ৩৩ কোটি ব্যয়ে জেলা হাসপাতালের প্রথম পর্যায়, একটি ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি এবং আরও ছয়টি প্রকল্প, যার মোট ব্যয় ৫০ কোটি। এছাড়াও দুটি নতুন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগগুলি দ্বীপপুঞ্জের উন্নয়নে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করছে। তিনি জানান, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ধীরে ধীরে ভারতের সার্বভৌমত্ব, সামুদ্রিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। আসন্ন গ্রেট নিকোবর প্রকল্পের উল্লেখ করে শাহ বলেন, এই প্রকল্প দ্বীপটিকে একটি আন্তর্জাতিক কার্গো হাব, বড় পর্যটন কেন্দ্র এবং ভারতের কৌশলগত নিরাপত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভে রূপান্তরিত করবে। টেকসই উন্নয়নের উপর জোর দিয়ে শাহ বলেন, পরিবেশ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি পর্যটন, মৎস্য, কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং পরিচ্ছন্ন শক্তির প্রসারে কাজ করছে মোদি সরকার। তিনি জানান, আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত পরিকাঠামো গড়ে তুলে এই অঞ্চলকে বিশ্বমানের স্কুবা ডাইভিং ও অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসের গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত উদ্যোগের কথা তুলে ধরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এক পেড মা কে নাম' অভিযানের আওতায় ২৪ লক্ষ গাছ লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি শ্রী বিজয়া পুরম মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের আওতায় ৯৮ শতাংশ বাড়ি থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, যা স্বচ্ছ ভারত মিশনের এক ঐতিহাসিক সাফল্য।

তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত প্রদর্শনী প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, এই প্রদর্শনী নাগরিক, ছাত্রছাত্রী ও আইনজীবীদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থায় চলমান সংস্কার এবং প্রযুক্তির বাড়তে থাকা ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন করবে। ভাষণের উপসংহারে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের স্বাধীনতার শতবর্ষে ভারতকে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য স্থির করেছেন। এই লক্ষ্য পূরণে আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলা, দেশীয় পণ্যের ব্যাপক ব্যবহার এবং সব ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও স্ত্রীকে অপহরণ করল আমেরিকা, চিনের তীব্র নিন্দা

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারী : ভেনেজুয়েলায় প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণ করেছে আমেরিকার বাহিনী। শনিবার রাতে এই ঘটনা ঘটে, যার পরেই চিনের পক্ষ থেকে দুটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় বিবৃতি রবিবার সকালে প্রকাশ করা হয়, যেখানে অবিলম্বে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়। চিনের বিদেশ মন্ত্রক আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে এই অপহরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'ভেনেজুয়েলার সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা মেনে নেওয়া হবে না।'

চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রবিবার বলেন, "আমেরিকা জোর করে মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীরকে ভেনেজুয়েলা থেকে বের করে নিয়ে আন্তর্জাতিক আইন ভেঙেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সাধারণ নীতির সঙ্গে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা উদ্বিগ্ন। আমেরিকা অবিলম্বে মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীর ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক এবং তাদের মুক্তি দিক। ভেনেজুয়েলার সরকার ভেঙে দেওয়া চলবে না, সমস্যাগুলোর সমাধান আলোচনা এবং সমঝোতার মাধ্যমে করতে হবে।"

এদিকে, শনিবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলায় আক্রমণ এবং প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর অপহরণের বিষয়টি ঘোষণা করেন। এক রিপোর্ট অনুযায়ী, শনিবার রাতেই শোয়ার ঘর থেকে সস্ত্রীক মাদুরোকে তুলে নিয়ে যায় মার্কিন বাহিনী। হেলিকপ্টারের মাধ্যমে তাঁদের প্রথমে একটি মার্কিন জাহাজে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে সেখান থেকে সরাসরি নিউ ইয়র্কে পাঠানো হয়। রবিবার সকালে (ভারতীয় সময়) ব্রুকলিনের ডিটেনশন ক্যাম্পে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। হোয়াইট হাউস থেকে ওই সময়ের একটি ফুটেজও প্রকাশ করা হয়েছে। বন্দি হওয়ার পর মাদুরো তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "গুড নাইট। হ্যাপি নিউ ইয়ার।" প্রথমেই মাদুরোর অপহরণের ঘটনার পর চিনের বিদেশ মন্ত্রক আমেরিকার এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। 'একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এমন শক্তিপ্রয়োগ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য,' বলেছিল বেজিং। বিদেশ মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, 'আমেরিকার আধিপত্যবাদ আন্তর্জাতিক আইন, ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্ব এবং লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রতি স্পষ্ট লঙ্ঘন। চিন এই কার্যক্রমের কঠোর বিরোধিতা করছে এবং আমেরিকাকে আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছে।' এই ঘটনার পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, বিশেষ করে লাতিন আমেরিকা ও বিশ্বরাজনীতিতে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা চলছে।

SEND-OFF PROGRAMME
In connection with
29TH NATIONAL YOUTH FESTIVAL
VBYLD VIKSIT BHARAT YOUNG LEADERS DIALOGUE 2026
Organized by:
Youth Affairs & Sports Department
Govt. of Tripura
05/01/2026 10:00 AM Ujjayanta Palace Compound, Agartala
CHIEF GUEST
Prof. (Dr.) Manik Saha
Hon'ble Chief Minister of Tripura
GUEST OF HONOUR
Shri Tinku Roy
Hon'ble Minister, Youth Affairs & Sports
Government of Tripura
SPECIAL GUEST
Dr. Pradeep Kumar Chakravarty, IAS
Secretary, Youth Affairs & Sports, Govt. of Tripura
You are cordially invited.
L. Darlong
Director,
Youth Affairs & Sports
Govt. of Tripura
ICA/D-1715/25

লালু প্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগ: দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারী : বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল (আরজেডি) এর সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব দিল্লি হাইকোর্টে আবেদন করেছেন, যাতে ট্রায়াল আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি আপিল করতে পারেন। আদালত তাকে আইআরসিটিসি (ভারতীয় রেলকেটিং ও ট্যুরিজম কর্পোরেশন) কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত দুর্নীতি এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছে। এই আবেদনটি ৫ জানুয়ারি (সোমবার) বিচারপতি স্বর্ণা কান্তা শর্মার সামনে শুনানি হবে, যা এই উচ্চ-প্রোফাইল মামলায় একটি নতুন আইনি সংগ্রামের সূচনা ঘটাবে।

অক্টোবর ২০২৫ এ, রাউস অ্যাভিনিউ কোর্টের বিশেষ বিচারক (দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন) বিশাল গগনে লালু, তার স্ত্রী রাবড়ি দেবী (যিনি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন) এবং পুত্র তেজস্বী যাদব (বর্তমান বিরোধী দলনেতা, বিহার বিধানসভা) এর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রেক্ষিতে চার্জ ফ্রেম করেছেন। তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় রেলকেটিং ও ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)-এর টেন্ডার সংশ্লিষ্ট অস্বাভাবিকতা নিয়ে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালত রায় দিয়েছে যে, লালু প্রসাদ যাদব, যিনি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন, তিনি তার পদমর্যাদার অপব্যবহার করে ভূমি টেন্ডারের যোগ্যতা মানদণ্ড পরিবর্তন করেছিলেন। আদালত জানিয়েছে যে, তিনি ষড়যন্ত্রে জেনে-বুঝে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং এমন সিদ্ধান্তে প্রভাব ফেলেছিলেন যা জনসাধারণের অর্থে ব্যাপক ক্ষতি করেছে। 'তিনি সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন,' আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে, এবং তাকে এই অনিয়মের জন্য দায়ী করা হয়েছে।২০১৭ সালের সিবিআই এফআইআর-এ এই কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু হয়। অভিযোগ করা হয়েছে যে, ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে লালু ও তার সহযোগীরা পাটনা এবং পুরীতে আইআরসিটিসি হোটেল চুক্তি তাদের অনুগত ব্যক্তিদের কাছে প্রদান করেছিলেন, এবং এর বিনিময়ে বড় টুকরো জমি এবং কোম্পানি শেয়ার নিয়ে ঘুষ নিয়েছিলেন। সিবিআই চার্জশিটে লালু এবং ১১ জনকে অভিযুক্ত করেছে, যার মধ্যে পরিবারের সদস্য, আইআরসিটিসি কর্মকর্তারা এবং ব্যক্তিগত খেলোয়াড়রা রয়েছেন। রাবড়ি দেবী এবং তেজস্বী যাদবের সংশ্লিষ্টতা এই কেলেঙ্কারিকে পারিবারিক প্রেক্ষাপটে আরও জোরালো করে তুলেছে, যা লালু পরিবারের বিরুদ্ধে অন্যান্য মামলাগুলির সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। লালুর আইনজীবী দল দাবি করছে যে এই চার্জ ফ্রেম করার কোনো ভিত্তি নেই এবং তারা এটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার চেষ্টা করবে। এই মামলা রাজনৈতিক রেটরিককেও উসকে দিয়েছে, যেখানে আরজেডি একে প্রতিহিংসা হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং বিজেপি শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা তুলে ধরেছে।

সোমবারের দিল্লি হাইকোর্টের শুনানি এই মামলার ভবিষ্যত নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যদি আদালত লালুর পক্ষে রায় দেয়, তাহলে চার্জগুলি বাতিল হতে পারে অথবা মামলাটি পুনরায় পর্যালোচনার জন্য ফেরত যেতে পারে, যা লালুর জন্য কিছুটা স্বস্তির সৃষ্টিকারী হতে পারে। এটি এমন সময়ে ঘটছে যখন লালুর স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা এবং সম্পর্কিত ফডার কেলেঙ্কারিতে আগের শাস্তি রয়েছে। এই নতুন আইনি পদক্ষেপ বিহারের রাজনৈতিক আলোচনায় আরজেডি নেতার দীর্ঘস্থায়ী আইনি যুদ্ধের পটভূমি রচনা করছে।

ওড়িশার অবৈধ পাথর খনিতে বিস্ফোরণ, নিহত ২; ধ্বংসস্তূপে আটকে থাকার আশঙ্কা একাধিক শ্রমিকের

ডেনকানাল, ৪ জানুয়ারি : ওড়িশার ডেনকানাল জেলার একটি অবৈধ পাথর খনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় অন্তত দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় আরও কয়েকজন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। শনিবার গভীর রাতে ডেনকানাল শহরের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামের কাছে এই বিস্ফোরণ ঘটে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

বিস্ফোরণের খবর পাওয়া মাত্রই স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। ঘটনাস্থলের দৃশ্যে দেখা যায়, খনির ভিতরে বিশাল পাথরের চাঁই ভেঙে পড়েছে এবং চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ধ্বংসাবশেষ। প্রথমে সহকর্মী শ্রমিক ও স্থানীয় বাসিন্দারা আহতদের উদ্ধারের চেষ্টা করলেও পরে উদ্ধারকাজের দায়িত্ব নেয় প্রশাসন।

আহত বেশ কয়েকজন শ্রমিককে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে মোট হতাহতের সংখ্যা এখনও যাচাই করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা। বিস্ফোরণের সময় খনিতে কতজন শ্রমিক কাজ করছিলেন, তা স্পষ্ট না হওয়ায় ধ্বংসস্তূপের নিচে কেউ আটকে আছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে সমস্যায় পড়ছে উদ্ধারকারী দল।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, বিস্ফোরণের পর খনির ভিতরে মাটির একটি বড় অংশ ধসে পড়ে, যার ফলে শ্রমিকদের চাপা পড়ার আশঙ্কা আরও বেড়েছে।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ডেনকানাল জেলার খনন দপ্তর গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর (২০২৫) ওই খনির লিজধারককে বাধ্যতামূলক বিস্ফোরণ অনুমোদন না থাকায় কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও নিয়ম ভেঙে সেখানে বিস্ফোরণের কাজ চলছিল বলে অভিযোগ। খনিটির লিজের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল কি না, তা নিয়েও স্থানীয়ভাবে প্রশ্ন উঠেছে, যদিও এ বিষয়ে এখনও কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ মেলেনি।

ঘটনাস্থলে সাতটি উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করা হয়েছে। এক অগ্নিনির্বাপণ আধিকারিক জানান, "খনির ভিতরে বিশাল পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে। এগুলি হাতে সরানো সম্ভব নয়, তাই ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে। ডগ স্কোয়াডও ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে।" উদ্ধারকাজ এখনও চলছে এবং ভারী যন্ত্র ও বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলের সহায়তায় অভিযান আরও জোরদার করা হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে অসম নির্বাচন কমিটির চেয়ারপার্সন নিযুক্ত, কংগ্রেসের উচ্চ-পর্যায়ের পদক্ষেপ

গুয়াহাটি, ৪ জানুয়ারী : আগামী আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কংগ্রেস পার্টি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভাদ্রাকে অসমের স্ক্রীনিং কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে, যা কংগ্রেসের নর্থ-ইস্টে উচ্চ-পর্যায়ের প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।

এমন একটি ঘোষণা সম্প্রতি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেঃ সি. ভেনুগোপাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, আসন্ন নির্বাচনগুলোর জন্য কংগ্রেস ৫টি রাজ্যের স্ক্রীনিং কমিটি গঠন করেছে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর এই নতুন ভূমিকায় নিযুক্তির মাধ্যমে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। এই পদক্ষেপ পার্টির ন্যাশনাল নেতৃত্বের উপস্থিতি অসমে দৃশ্যমান করতে চায়, যেখানে নির্বাচনী পরিস্থিতি জটিল এবং প্রতিযোগিতামূলক। কমিটিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সঙ্গে থাকবেন সাতাগিরি শঙ্কর উলাকা, ইমরান মাসুদ এবং সিরিভেলা প্রসাদ। তারা রাজ্যের জন্য প্রার্থী নির্বাচন এবং আভ্যন্তরীণ আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

অসমের পাশাপাশি কংগ্রেস কেরালা, তামিলনাড়ু, পুডুচেরি এবং পশ্চিমবঙ্গের জন্যও স্ক্রীনিং কমিটি গঠন করেছে। কেরালার কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন মধ্যসুদন মিস্ত্রি, সদস্য হিসেবে রয়েছেন সাঈদ নাসির হোসেন, নীরজ দাঙ্গি এবং অভিষেক দত্ত। তামিলনাড়ু ও পুড়ুচেরির কমিটি নেতৃত্ব দেবেন টি.এস. সিং দিও, এবং পশ্চিমবঙ্গের কমিটি পরিচালনা করবেন বি.কে. হরিপ্রসাদ।

এছাড়াও, বিভিন্ন রাজ্যের স্ক্রীনিং কমিটিতে যথাযথ সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি, এবং কংগ্রেসের নেতারা সদস্য হিসেবে নিযুক্ত থাকবেন।

এই পদক্ষেপ কংগ্রেসের আসন্ন নির্বাচনী প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যেখানে শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ওপর প্রার্থী নির্বাচন এবং আভ্যন্তরীণ কৌশল নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

উদ্ধব-রাজের যৌথ বচন নামা প্রকাশ, বিজেপি ও রাহুল নার্বেকরের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ

মুম্বাই, ৪ জানুয়ারি: আগামী ২০২৬ সালের ব্রিহানমুম্বাই মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নির্বাচনের জন্য "বচন নামা" নামে তাদের যৌথ ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছেন শিব সেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে ও মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা প্রধান রাজ ঠাকরে।

আজ মুম্বাইয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দুই নেতা তাদের ম্যানিফেস্টো উপস্থাপন করেন, যা তারা 'জনতার পাদদেশে' তুলে ধরেছেন বলে দাবি করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে বিজেপি ও মহারাষ্ট্র বিধানসভা স্পিকার রাহুল নার্বেকরের বিরুদ্ধে এক তীব্র আক্রমণ করেছেন তারা।

উদ্ধব ঠাকরে বলেন, 'রাহুল নার্বেকর, যিনি বিধানসভা স্পিকার, সাফভাবে প্রার্থী এবং ভোটারদের হুমকি দিয়েছেন, এটা অত্যন্ত চমকপ্রদ। তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত, তাকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা উচিত... তিনি অফিসারদের বলছেন নেতাদের নিরাপত্তা সরিয়ে নিতে; এটা তার অধিকার শুধুমাত্র বিধানসভায়, বাইরে নয়। তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা উচিত... যারা একপেশে প্রার্থীদের নির্বাচিত করেছেন, তাদের ভোটাধিকার চুরি করা হয়েছে। এখানে বাই-ইলেকশন হওয়া উচিত।'

এদিকে, উদ্ধব ঠাকরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিরও সমালোচনা করেছেন, 'এটা আর গণতন্ত্র নয়, এটা হলো "ঝুন্ড শাহী"। যদি তাদের ভোট চুরি করতে ধরা যায়ও, এখন তারা প্রার্থীদের চুরি করছে... আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে কোনো তুলনা হয় না, যিনি মাউন্ট কাইলাশ তৈরি করেছেন, গঙ্গাকে পৃথিবীতে এনেছেন। তিনি ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমুদ্র মণ্থন করেছিলেন! আমরা এখনো অপেক্ষা করছি চতুর্পতি শিবাজী মহারাজের মূর্তি সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, যেটা প্রধানমন্ত্রী মোদির পূজার পরবর্তী সময়ে সমুদ্রের মধ্যে করার কথা ছিল... আমরা নির্বাচন কমিশনকে চ্যালেঞ্জ জানাই, সমস্ত রিটার্নিং অফিসারদের কল রেকর্ড প্রকাশ করুন, আমরা দেখতে চাই।'

রাজ ঠাকরে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন, 'বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে একপেশে নির্বাচিত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল, এখন তারা মহায়ুতির একপেশে নির্বাচিত প্রার্থীদের বিষয়ে কী ভাবছে? কোনো শক্তি চিরকাল থাকে না, যদি তারা মনে করে ক্ষমতায় তারা চিরকাল থাকবে, তবে তাদের পুনরায় ভাবা উচিত। আমি বহু বছর ধরে বলছি, তারা মহারাষ্ট্রকে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের মতো বানাচ্ছে। মহারাষ্ট্র দেশকে দিশা দেখিয়েছে, যারা রাজনীতিতে আসতে চান তারা তাদের রাজনৈতিক মতবাদ পরিবর্তন করছেন।'

এমন পরিস্থিতিতে রাজ ঠাকরে এবং উদ্ধব ঠাকরে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং নিজেদের আক্রমণ আরও তীব্র করার কথা জানিয়েছেন।

সরস মেলায় সিপাহীজলা জেলার মধ্যে চড়িলাম ব্লক সেরা স্টল হিসেবে পুরস্কার অর্জন করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ জানুয়ারী: সরস মেলায় সিপাহীজলা জেলার মধ্যে চড়িলাম ব্লক সেরা স্টল হিসেবে পুরস্কার অর্জন করায় খুব খুশি চড়িলাম এলাকার জনগণ। চড়িলাম ব্লকের দক্ষিণ চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে জনকল্যাণ ভিউ বিবেকানন্দ স্বনির্ভর দল ২০ তম আঞ্চলিক সড়ক মেলা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বিবেকানন্দ স্বনির্ভর দল ২০ তম আঞ্চলিক সরসমেলায় ত্রিপুরার রাজ্যের মধ্যে সেরা স্টল হিসাবে পুরস্কার পাওয়ায় খুবই খুশি।

চড়িলাম ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন খেলা ভৌমিক বিবেকানন্দ স্বনির্ভর দলের সকল সদস্যদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে সুনাম অর্জন করতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার জন্য চেয়ারপারসন স্বনির্ভর দলের প্রত্যেক সদস্যকে আহবান করেন। দক্ষিণ চড়িলাম বিবেকানন্দ স্বনির্ভর দলের রুপালি সরকার বলেন প্রথমবারের মধ্যে চড়িলাম ব্লকের বিবেকানন্দ স্বনির্ভর দল শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়ায় প্রত্যেকটা চড়িলাম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক থেকে শুরু করে, চইলাম গ্রামীণ জীবিকা মিশনের প্রত্যেকটা সদস্যকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। বাঁশ বেত থেকে শুরু করে জুয়েলারির মাধ্যমে এন এফ সি গঠন করে সরস মেলায় তাক লাগাবেন বলে এই স্বনির্ভর দলের মহিলারা বলেন। সেই লক্ষে ব্লক কাজ করবে বলে অঙ্গীকার করেন চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন খেলা ভৌমিক।

রবিবার আগরতলায় প্রয়াত বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতি চারণ করা হয়।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

মাইক্রোগ্রিনস "সুপার ফুড" কীভাবে চাষ করবেন

পরিপূর্ণ সবজির তুলনায় মাইক্রোগ্রিনস বেশি পুষ্টিগুণ-সম্পন্ন বলে জানাচ্ছেন পুষ্টিবিদরা। আর কৃষিবিদদের মতে, বাড়ির যেকোনো জায়গায় এটি সহজেই উৎপাদন করা যায় বলে বাংলাদেশে এর উপযোগিতাও বেশি। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে মাত্রাতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার খাদ্যের পুষ্টিগুণ কমিয়ে দিচ্ছে। কৃষি গবেষক ও পুষ্টিবিদদের এমন আলোচনার মধ্যেই ব্যক্তি পর্যায়ে এই সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হয়ে সামনে এসেছে মাইক্রোগ্রিনস। কোনোরকম রাসায়নিকের ব্যবহার ছাড়াই ঘরোয়াভাবে মাইক্রোগ্রিনস উৎপাদন করা যায়। এটি পরিপক্ক শাকসবজির চেয়েও প্রায় চার গুণ পর্যন্ত পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বলে জানান পুষ্টিবিদরা। তাদের মতে, মাইক্রোগ্রিনস অবেসিটি বা অতিরিক্ত ওজন, কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস্ট্রিকসহ নানা রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

এছাড়া মানুষের শরীরে আয়রন ও পটাশিয়ামের চাহিদাও পূরণ করতে পারে মাইক্রোগ্রিনস। চুল পড়ার সমস্যা ও রক্ত স্বল্পতা নিরসণেও এটি কার্যকর। পরিপূর্ণ সবজির তুলনায় মাইক্রোগ্রিনসে ভিটামিন সি, ই, কে ও বিটা ক্যারোটিন বেশি পরিমাণে থাকে। অধিক পুষ্টিগুণের কারণে মাইক্রোগ্রিনকে বলা হয় "সুপার ফুড"। খাদ্য চাহিদা মেটাতে প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে গোটা বিশ্ব। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো স্বল্প আয়তনের অধিক জনসংখ্যার দেশগুলোতে পরিস্থিতি দিন দিন জটিল আকার ধারন করছে। এমন বাস্তবতায় ঘরোয়া পর্যায়ে স্বল্প পরিসরে কৃষি উৎপাদনের সুযোগ তৈরি হয়েছে মাইক্রোগ্রিনসের মাধ্যমে। বাড়ির বারান্দা বা ছাদে যে কোনো জায়গায়, ট্রে বা ভাঙা বোতলের মতো পাত্রে সহজেই উৎপাদন করা যায় এই অর্গানিক সবজি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল হাসান বিবিসি বাংলাকে বলছেন, যারা সীমিত জায়গায় চাষ করতে চায়, তাদের জন্য এটি একটি মূল্যবান ফসল। 'আমাদের ফসলি জমি দিন দিন কমছে। খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে জমিতে রাসায়নিকের ব্যবহারও বাড়ছে, যাতে খাদ্যের পুষ্টিমান অনেক কমে যাচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে ব্যক্তি পর্যায়ে স্প্রাউট অথবা মাইক্রোগ্রিনসের উৎপাদন বেশ সহায়ক একটি উপায় হতে পারে,' বলেন তিনি। যদিও এটি উৎপাদনে যেসব উপাদান প্রয়োজন সেগুলো কিছুটা ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় বাংলাদেশে এর প্রচলন এখনো খুব একটা হয়নি বলেও মনে করেন তিনি। মাইক্রোগ্রিনস, যাকে মাইক্রোভেজিটেবল, মাইক্রোলিফি, মাইক্রোগ্রাস বা মাইক্রোপ্ল্যান্টও বলা হয়। ভোজ্য উদ্ভিদ যা তাদের বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে সংগ্রহ করা হয়, তখন এটাকে এসব নামে ডাকা হয়। ঠিক যখন বীজপত্র (বীজ থেকে প্রথম পাতা বের হওয়া) সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়। সহজভাবে বলতে গেলে, মাইক্রোগ্রিনস হলো সাত থেকে আটদিন বয়সের শাকসবজির চারা। সাধারণত একটি বীজ থেকে তিন থেকে চারদিন পর বের হয় স্প্রাউটস এরপরের ধাপটিই হলো মাইক্রোগ্রিনস। এভাবে ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ আকার ধারণ করে যা পরিপক্ক আকারে বাজারে বিক্রি করা হয়। যেকোনো শাকসবজির (যেমন- লালশাক, মুলা, লেটুস, বাধাকপি, ব্রকোলি) বীজ একটি ট্রে বা বাটিতে তৈরি বিজতলায় ছিঠিয়ে দিলে সাত থেকে দশ দিনের মাথায় যখন অঙ্কুরিত হয়, তখনই সেটিকে মাইক্রোগ্রিন বলা হয়। এই চারাগাছ এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ বয়সেই কাঁচা খেতে হয়। সাধারণ সবজিতে যে পরিমাণ পুষ্টি পাওয়া যায়, মাইক্রোগ্রিনে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশি পাওয়া যায়। কারো কারো মতে, এ পুষ্টির পরিমাণ চারগুণ পর্যন্ত বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় আশির দশকে মাইক্রোগ্রিনের ব্যবহার শুরু হয়েছিল মূলত হোটেল, রেস্তোরায় খাবারের সৌন্দর্য এবং স্বাদের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা আনতে। উচ্চ পুষ্টিগুণের কারণে যা পরবর্তীতে ইউরোপেও ব্যাপকভাব ব্যবহার শুরু হয়। বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে মাইক্রোগ্রিনসের আগমন খুব বেশি পুরনো নয়। করোনা মহামারির পর থেকে এটি মানুষের কাছে পৌঁছাতে শুরু করে। বিশেষ করে ওয়াটার অ্যান্ড প্লান্ট নামে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ২০২২ সালে বাংলাদেশের মাইক্রোগ্রিন নিয়ে বাণিজ্যিক পর্যায়ে কাজ শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির উদ্যোক্তা রিফাত খান তুষার বিবিসি বাংলাকে বলেন, 'স্বল্প পরিসরে নিজের মতো করে উৎপাদন করার সুযোগ যা আমাদের পুষ্টিচাহিদা পূরণ করবে- মূলত এই চিন্তা থেকেই মাইক্রোগ্রিন মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছি আমরা।' মি. তুষার বলছেন, মাইক্রোগ্রিনস উৎপাদন খুবই সহজ এবং কম সময়সাপেক্ষ। এটি বারান্দায় বা ছাদে যে কোনো জায়গায় বা পাত্রে সহজেই চাষ করা সম্ভব। তবে, 'যে পাত্রে এটি উৎপাদন করা হবে সেটি ফুড গ্রেড বা খাদ্য উৎপাদনে মানসম্পন্ন হলে ভালো,' বলেন তিনি। নিজেই যেভাবে চাষ করবেন- বাড়তি ফসল উৎপাদনের চেষ্টায় সার বা কিটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং হাইব্রিড শাক-সবজি অনেক সময় মানুষের শরীরে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন প্রেক্ষাপটে সাধারণ ভোক্তাদের মধ্যে বেড়েছে অর্গানিক খাবারের চাহিদা। এমনকি বাজার নির্ভরতা কমিয়ে অনেকে আধুনিক উপায়ে বাড়ির আঙিনায় নিজেরাই সবজি উৎপাদনের চেষ্টা করছেন। কৃষি উদ্যোক্তা রিফাত খান তুষার বিবিসি বাংলাকে বলছেন, দ্রুত বর্ধনশীল যেকোনো সবজিই মাইক্রোগ্রিনসের জন্য আদর্শ। তবে সব বীজ একইভাবে বা একই সময়ে অঙ্কুরিত হয় না। সূর্যমুখী বা মুলার বীজকে এক রাত ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরিত হয় দ্রুত; ছোট বীজগুলোকে সাবধানে ভেজানোর পর মাটিতে ছিটিয়ে দিতে হয়, জানান তিনি।

মি. তুষার বলছেন, সফলভাবে মাইক্রোগ্রিনস উৎপাদনের ক্ষেত্রে শুরুতেই সঠিক উপকরণ এবং বীজ নির্বাচন করা জরুরি। কোন ধরনের সবজির মাইক্রোগ্রিনস উৎপাদন করতে চান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং কোন ধরনের পাত্রে উৎপাদন করা হবে সেটিও বাছাই করতে হবে। মাইক্রোগ্রিনস উৎপাদনে রাসায়নিক সার ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই। ট্রে বা অন্য কোনো পাত্রে দুই ইঞ্চির মতো মাটির স্তরের সঙ্গে নারকেলের আঁশ কম্পোস্ট করে একটি বিশেষ মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। এরপর ভালো করে ভিজিয়ে ঘনভাবে মাটির ওপর বীজগুলো ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর মাটির আরেকটি স্তর দিয়ে বীজগুলোকে ঢেকে রাখতে হবে। গভীরভাবে পুঁতে রাখার প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য ছিদ্রযুক্ত একটি সমতল ট্রে ব্যবহার করা ভালো। এক্ষেত্রে পানি যাতে জমে না থাকে সেজন্য সরাসরি পানি না দিয়ে ওয়াটার স্প্রে ব্যবহারের কথা বলছেন মি. তুষার। নতুনদের জন্য মাইক্রোগ্রিনস উৎপাদনে সবচেয়ে সহায়ক হতে পারে সূর্যমুখী, মূলা, মটরশুঁটি এবং সরিষার বীজ। কারণ এগুলো সাধারণত দ্রুত অঙ্কুরিত হয়। মাইক্রোগ্রিনস উৎপাদন ব্যয়সাপেক্ষ কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে মি. তুষার বিবিসি বাংলাকে বলেন, এটি যেহেতু বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই করতে হয় তাই প্রাথমিক পর্যায়ে এখানে কিছু বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। তবে সেটি অতিরিক্ত নয় বলেই মনে করেন তিনি। তার মতে, 'মাইক্রোগ্রিনের সব থেকে ভালো দিক হলো, এটি উৎপাদনে কোনো রকম পেস্টিসাইড প্রয়োজন হয় না, রাসায়নিক সার প্রয়োজন হয় না, শুধু পানির ওপর নির্ভর করে বীজে যতটুকু পুষ্টিমান থাকে তার ওপর ভিত্তি করেই তৈরি হয়'। খুবই সাধারণ পদ্ধতিতে উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এই খাবারের ব্যপক চাহিদা রয়েছে ইউরোপ আমেরিকায়। বাংলাদেশেও ধীরে ধীরে এর চাহিদা বাড়ছে বলেও জানান তিনি। এর আরেকটি সুবিধা হলো, এটি সব আবহাওয়ায় জন্মায়। তবে তীব্র গরমে কিছুটা বেশি জল স্প্রে করতে হয় বলে জানান মি. তুষার। পুষ্টিগুণ এবং রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা কৃষি গবেষক ও পুষ্টিবিদরা বলছেন, মাইক্রোগ্রিনসে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, পলিফেনল এবং গ্লুকোসিনোলেটের মতো যৌগ রয়েছে। সাধারণ সবজির চেয়ে এতে পুষ্টির পরিমাণ বেশি, যার ফলে একে বিশ্বব্যাপি "সুপার ফুড" হিসেবেও পরিচিত। নিজের গবেষণায়, মাইক্রোগ্রিনসকে ছোট কিন্তু শক্তিশালী খাবার বলে উল্লেখ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্যান স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক ডি জিওইয়া। তার মতে, মাইক্রোগ্রিনসগুলো ট্রেন্ডি সবজি থেকে কার্যকরী খাবারে পরিণত হয়েছে যা ভোক্তা নিজেই তার রান্নাঘরের যেকোনো সাধারণ পাত্র ব্যবহার করে সহজেই উৎপাদন করতে পারেন। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল হাসান বলছেন, ইউরোপ আমেরিকায় অনেক আগে থেকেই মাইক্রোগ্রিনস খাওয়ার প্রচলন শুরু হলেও বাংলাদেশে এর প্রচলন এখনো হয়নি। 'মাইক্রোগ্রিনস চাষের উদ্দেশ্য কিন্তু ভরপেট খাওয়া নয়, ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করা। কেননা, সাধারণ সবজিতে যে পরিমাণ পুষ্টি পাওয়া যায়, মাইক্রোগ্রিনসে তারচেয়ে কয়েক গুণ বেশি পাওয়া যায়,' বলেন তিনি। মাইক্রোগ্রিনসে যে মাত্রায় ফাইবার, ভিটামিন ও মিনারেলস থাকে সেটি মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বলে মনে করেন পপুলার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিফ ডায়েটিশিয়ান নিশাত শারমিন নিশি। তিনি বলছেন, 'লিভার ডিটক্সিফিকেশনের ক্ষেত্রে এটি খুবই উপকারী। এছাড়া কোষ্ঠকাঠিন্য, এনিমিয়া বা রক্ত স্বল্পতা এবং চুল পড়ার সমস্যা নিরসনেও ভূমিকা রাখতে পারে মাইক্রোগ্রিনস।' তবে মাইক্রোগ্রিনস হাই- প্রোটিন যুক্ত খাবার হওয়ায় শিশুদের এটি না খাওয়ানোই উচিত। এছাড়া পটাশিয়াম ও আয়রনের পরিমাণ বেশি থাকায় যাদের হার্টের সমস্যা বা অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা আছে তাদের ক্ষেত্রে কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত বলেও জানান নিশাত শারমিন নিশি।

হেলমেট পরলেই কি চুল ঝরে?

নিয়মিত হেলমেট পরার কারণে চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে কিংবা মাথার সামনের দিকের চুল কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই দুশ্চিন্তা প্রবল। কিন্তু হেলমেট পরা কি সত্যিই চুল পড়ার জন্য দায়ী? নাকি এটি নিছকই একটি ধারণা? এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিয়েছেন বিশিষ্ট ত্বক বিশেষজ্ঞ ডঃ দীপালি ভরদ্বাজ।

রাস্তায় বেরোলে দুর্ঘটনা এড়াতে হেলমেট পরা যেমন জরুরি, তেমনই এটি এখন আইনিভাবে বাধ্যতামূলক। কিন্তু হেলমেটের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনে এক নতুন আতঙ্ক বাসা বেঁধেছে। অনেকেরই ধারণা, নিয়মিত হেলমেট পরার কারণে চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে কিংবা মাথার সামনের দিকের চুল কমে যাচ্ছে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এই দুশ্চিন্তা প্রবল। কিন্তু হেলমেট পরা কি সত্যিই চুল পড়ার জন্য দায়ী? নাকি এটি নিছকই একটি ধারণা? এই বিষয়ে প্রকৃত তথ্য জানিয়েছেন বিশিষ্ট ত্বক বিশেষজ্ঞ ডঃ দীপালি ভরদ্বাজ। চুল পড়ার আসল কারণ কী? চিকিৎসকের মতে, হেলমেট সরাসরি চুল পড়ার কারণ নয়। সমস্যা তখনই তৈরি হয় যখন চুল ঠিকমতো পরিষ্কার রাখা হয় না। হেলমেট পরে দীর্ঘক্ষণ বাইক চালালে মাথার ত্বকে ঘাম জমে। সেই ঘামের সঙ্গে রাস্তার ধুলোবালি মিশে চুলে খুশকি, ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যদি কারও চুল ঘাড়ের থেকে বেশি লম্বা হয় এবং পরিষ্কার না রাখা হয়, তবেই চুল পড়ার সমস্যা দেখা দিতে পারে। নিরাপত্তার স্বার্থে হেলমেট ত্যাগ করা সম্ভব নয়, তবে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলে চুল ভাল রাখা সম্ভব: পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা: নিয়মিত চুল ধোয়া জরুরি। যাঁদের মাথায় খুশকি আছে, তাঁরা একদিন অন্তর অ্যান্টি-ড্যানড্রফ শ্যাম্পু এবং সাধারণ শ্যাম্পু মিলিয়ে ব্যবহার করুন। অতিরিক্ত গরমে সপ্তাহে অন্তত একবার অ্যান্টি-ড্যানড্রফ শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত।

চিকিৎসক দীপালি ভরদ্বাজ জানাচ্ছেন, হেলমেট ব্যবহারের আগে চুলে তেল না লাগানোই ভালো। কারণ তেল থাকলে চুলে ধুলোবালি ও ব্যাকটেরিয়া বেশি আটকে যায়। চুল সেট করতে জেল ব্যবহার করা তুলনামূলক নিরাপদ। কোনও হেয়ার কেয়ার প্রোডাক্ট বা সিরাম ব্যবহার করতে চাইলে তা রাতে লাগান এবং সকালে সাধারণ জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চুল ছোট এবং পরিষ্কার রাখলে হেলমেট পরার কারণে চুল ঝরে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই বাইক চালানোর সময় চুল নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা না করে সঠিক নিয়ম মেনে হেলমেট পরা এবং চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পেঁপে এমন একটি ফল কমবেশি সবার শরীরের পক্ষেই উপকারী

পেঁপেতে থাকা 'প্যাপেন' নামক এনজাইম হজমপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং অন্ত্র পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া পেঁপেতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শীতকালীন সাধারণ সর্দি-কাশি ও সংক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

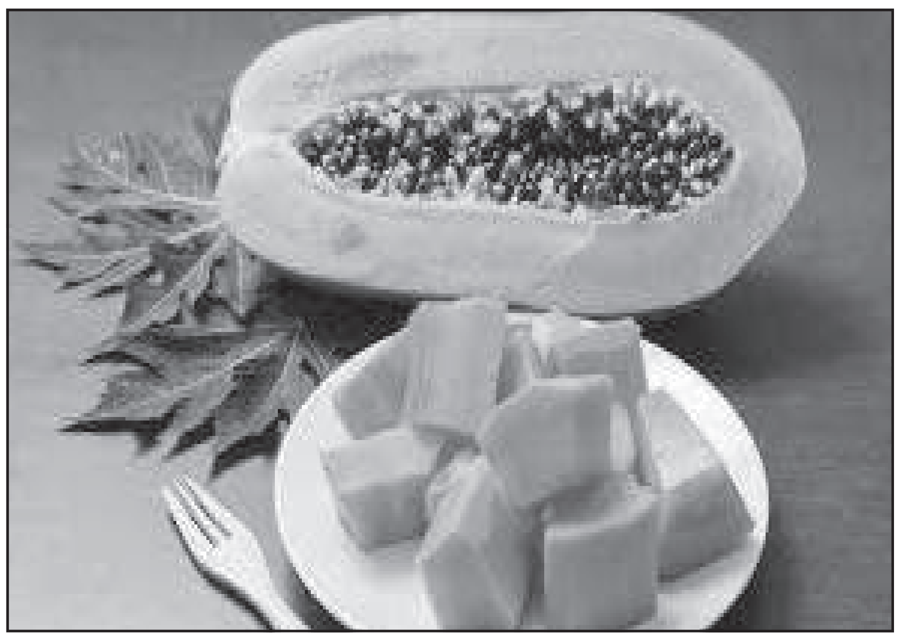

পেঁপে এমন একটি ফল যা কমবেশি সবার শরীরের পক্ষেই উপকারী। হজমশক্তি বাড়ানো থেকে শুরু করে ওজন নিয়ন্ত্রণ পেঁপের গুণের শেষ নেই। কিন্তু হাড়কাঁপানো শীতেও কি পেঁপে খাওয়া নিরাপদ? অনেকেরই ধারণা, পেঁপের 'তাাসির' বা প্রকৃতি শীতল হওয়ায় শীতকালে এটি খেলে শরীর ঠান্ডা হয়ে যেতে পারে। তবে পুষ্টিবিদদের মতে, সঠিক নিয়ম মেনে চললে এই শীতেও পেঁপে হতে পারে আপনার পরম বন্ধু। দিল্লির জিটিবি হাসপাতালের প্রাক্তন পুষ্টিবিদ ডাঃ অনামিকা গৌর এই বিষয়ে বিশেষ আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, পেঁপের প্রকৃতি ঠান্ডা হলেও এটি যে কোনও ঋতুতেই খাওয়া যায়।

শীতে কেন খাবেন পেঁপে?

ডাঃ অনামিকা জানান, শীতকালে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম বা কায়িক শ্রম সাধারণত কমে যায়। ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাসিডিটি বা বদহজমের সমস্যা মাথাচাড়া দেয়। পেঁপেতে থাকা 'প্যাপেন'নামক এনজাইম হজমপ্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে এবং অন্ত্র পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া পেঁপেতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা শীতকালীন সাধারণ সর্দি-কাশি ও সংক্রমণের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে অব্যর্থ শীতকালে সাধারণত মুখরোচক ও ক্যালরিযুক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। পেঁপেতে ফাইবার বেশি এবং ক্যালরি খুব কম থাকায় এটি দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে ঘনঘন খিদে পায় না, যা পরোক্ষভাবে ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

কখন এবং কতটা খাবেন? শীতকালে পেঁপে খাওয়ার ক্ষেত্রে পরিমাণের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। পুষ্টিবিদদের মতে:

সেরা সময়: শীতের সকালে খালি পেটে পেঁপে খাওয়া সবচেয়ে উপকারী।

পরিমাণ: দিনে ৫ থেকে ৬ টুকরো বা বড়জোর ২০০ গ্রামের বেশি পেঁপে খাওয়া উচিত নয়। শীতকালে পেঁপে খাওয়ার বিশেষ সতর্কতা পেঁপে উপকারী হলেও শীতকালে কয়েকটি বিষয় মেনে চলা জরুরি: ১. ফ্রিজের ঠান্ডা পেঁপে: ফ্রিজ থেকে বের করেই সরাসরি খুব ঠান্ডা পেঁপে খাবেন না। খাওয়ার আগে কিছুক্ষণ সাধারণ তাপমাত্রায় রাখুন। ২. সর্দি-কাশি থাকলে: যদি আপনার ইতিমধ্যে প্রবল সর্দি বা কাশি থাকে, তবে পেঁপে এড়িয়ে চলাই ভালো। একান্তই খেতে চাইলে আগে সামান্য ইষদুষ্ণ জল খেয়ে নিতে পারেন। ৩. অতিরিক্ত নয়: শরীরে ঠান্ডার ধাত থাকলে বেশি পরিমাণে পেঁপে খাবেন না।

শীতের ডায়েটে পরিমিত পেঁপে রাখলে আপনার ত্বক যেমন উজ্জ্বল থাকবে, তেমনই ভেতর থেকে সতেজ থাকবে শরীরও।

বাঙালির রসনাবিলাসে নলেন গুড়ের পায়েসের কোনো বিকল্প নেই শীতে

নতুন গুড়ের সেই স্বর্গীয় সুগন্ধ আর ঘন দুধের মালাইয়ের মেলবন্ধন শীতের উৎসবকে করে তোলে পূর্ণ। তবে গুড় দিয়ে পায়েস রাঁধতে গিয়ে অনেক সময় দুধ ফেটে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই পিছিয়ে আসেন। কীভাবে খুব সহজে এবং নিখুঁতভাবে বাড়িতেই বানাবেন নলেন গুড়ের পায়েস? রইল ধাপে ধাপে সহজ পদ্ধতি। শীতের সকাল হোক বা হাড়কাঁপানো রাত, বাঙালির রসনাবিলাসে নলেন গুড়ের পায়েসের কোনো বিকল্প নেই। নতুন গুড়ের সেই স্বর্গীয় সুগন্ধ আর ঘন দুধের মালাইয়ের মেলবন্ধন শীতের উৎসবকে করে তোলে পূর্ণ। তবে গুড় দিয়ে পায়েস রাঁধতে গিয়ে অনেক সময় দুধ ফেটে যাওয়ার ভয়ে অনেকেই পিছিয়ে আসেন। কীভাবে খুব সহজে এবং নিখুঁতভাবে বাড়িতেই বানাবেন নলেন গুড়ের পায়েস? রইল ধাপে ধাপে সহজ পদ্ধতি।

দুধ: ১ লিটার (ফুল ক্রিম দুধ হলে ভালো হয়) গোবিন্দভোগ চাল: ৫০-৬০ গ্রাম (আধ কাপের কম) নলেন গুড় (পাটালি বা ঝোলা): ১৫০-২০০ গ্রাম (স্বাদমতো) এলাচ: ৩-৪টি (থেঁতো করা) তেজপাতা: ২টো, কাজু ও কিসমিস: সাজানোর জন্য, ঘি: ১ চামচ, ১. চাল ধোয়া ও মাখা: প্রথমে গোবিন্দভোগ চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। চাল খুব বেশি ধোবেন না, এতে সুগন্ধ কমে যায়। জল ঝরানো চালের মধ্যে এক চামচ ঘি মাখিয়ে মিনিট ১৫ রেখে দিন। এতে পায়েসের স্বাদ ও গন্ধ বহুগুণ বেড়ে যায়। ২. দুধ ফোটানো: একটি বড় পাত্রে দুধ জ্বাল দিতে বসান। দুধে তেজপাতা ও থেঁতো করা এলাচ দিয়ে দিন। দুধ ফুটে যখন কিছুটা ঘন হয়ে আসবে, তখন ঘি মাখানো চাল দুধে দিয়ে দিন। ৩. চাল সেদ্ধ করা: আঁচ কমিয়ে নাড়তে থাকুন যাতে তলায় লেগে না যায়। চাল পুরোপুরি সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। মনে রাখবেন, চাল সেদ্ধ হওয়ার আগে মিষ্টি দেবেন না, কারণ এতে চাল শক্ত হয়ে যায়। ৪. গুড় মেশানোর কৌশল (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ): দুধ ও চাল যখন ঘন হয়ে থকথকে হয়ে আসবে, তখন আঁচ একদম কমিয়ে দিন বা কিছুক্ষণ আঁচ বন্ধ করে দিন। এবার ছোট ছোট টুকরো করা পাটালি গুড় বা ঝোলা গুড় মিশিয়ে দিন। ভালো করে নেড়ে গুড় গলিয়ে নিন। আঁচ কমিয়ে গুড় মেশালে দুধ ফেটে যাওয়ার ভয় থাকে না। ৫. সাজানো ও পরিবেশন: সবশেষে ওপর থেকে ঘি-য়ে ভাজা কাজু ও কিসমিস ছড়িয়ে দিন। গুড় গলে যাওয়ার পর এক-দুই মিনিট হালকা আঁচে ফুটিয়ে নামিয়ে নিন।

কিছু জরুরি টিপস: গুড় যদি খুব বেশি নোনতা হয়, তবে দুধ ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই ভালো মানের খাঁটি গুড় বেছে নিন। পায়েস ঠান্ডা হলে আরও ঘন হয়ে যায়, তাই খুব বেশি শুকিয়ে নামাবেন না। তৈরি আপনার মনের মতো নলেন গুড়ের পায়েস! এবার বাটিতে বেড়ে গরম গরম কিংবা ফ্রিজে রেখে ঠান্ডা ঠান্ডা উপভোগ করুন শীতের এই রাজকীয় স্বাদ।

বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন রেস্তোরাঁ স্টাইলে ভেজিটেবল সুপ

রেস্তোরাঁতে গিয়ে তো মাঝেমধ্যেই সুপ খান, কিন্তু বাজারের টাটকা সবজি দিয়ে বাড়িতেই যদি বানিয়ে নেওয়া যায় পুষ্টিকর সুপ, তবে কেমন হয়? আজ আপনাদের জন্য রইল জিভে জল আনা ভেজিটেবল সুপের সহজ রেসিপি।

বাইরের হিমেল হাওয়া আর কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় এক বাটি গরম সুপ মানেই পরম তৃপ্তি। শীতের এই সময়টাতে সর্দি-কাশি থেকে দূরে থাকতে এবং শরীরকে ভেতর থেকে গরম রাখতে সুপের কোনও বিকল্প নেই। রেস্তোরাঁতে গিয়ে তো মাঝেমধ্যেই সুপ খান, কিন্তু বাজারের টাটকা সবজি দিয়ে বাড়িতেই যদি বানিয়ে নেওয়া যায় পুষ্টিকর সুপ, তবে কেমন হয়? আজ আপনাদের জন্য রইল জিভে জল আনা ভেজিটেবল সুপের সহজ রেসিপি। বাড়িতে থাকা সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়েই তৈরি হবে এই ম্যাজিক ডিশ সবজি: কুচানো গাজর, বিনস, বাঁধাকপি,

ক্যাপসিকাম এবং সামান্য কড়াইশুঁটি (আধ কাপ)। মশলা: আদা ও রসুন কুচি (১ চামচ), কাঁচালঙ্কা কুচি (স্বাদমতো)। সস: সোয়া সস (১ চামচ), গ্রিন চিলি সস (১ চামচ), ভিনিগার (১ চামচ)। অন্যান্য: কর্নফ্লাওয়ার (২ চামচ), সাদা তেল বা বাটার, নুন ও গোলমরিচ গুঁড়ো। প্রথমে একটি প্যানে সামান্য বাটার বা সাদা তেল গরম করুন। তাতে আদা, রসুন ও লঙ্কা কুচি দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করুন। ২. এবার সমস্ত কুচানো সবজিগুলো দিয়ে দিন। খেয়াল রাখবেন সবজি যেন খুব বেশি ভাজা না হয়, সামান্য নরম হলেই হবে। ৩. প্যানে ৩-৪ কাপ জল এবং স্বাদমতো নুন দিন। জল ফুটতে শুরু করলে আঁচ কমিয়ে সবজিগুলো ৫-৭ মিনিট সেদ্ধ হতে দিন। ৪. সবজি সেদ্ধ হয়ে এলে এতে সোয়া সস, চিলি সস এবং ভিনিগার মিশিয়ে দিন। ৫. সুপটি ঘন করার জন্য ২ চামচ কর্নফ্লাওয়ার অল্প জলে গুলে ধীরে ধীরে সুপের মধ্যে ঢেলে দিন এবং নাড়তে থাকুন। ৬. সবশেষে ওপর থেকে গোলমরিচ গুঁড়ো ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। ওপর থেকে ধনেপাতা কুচি বা স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন। চাইলে এর সাথে সামান্য চিজ বা মাখনও যোগ করতে পারেন। পুষ্টিবিদদের মতে, সবজিতে থাকা ভিটামিন ও মিনারেলস শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। বিশেষ করে গোলমরিচ ও আদা গলার অস্বস্তি কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। তাই এই শীতে বিকেলের জলখাবারে বাইরের ভাজাভুজির বদলে এই স্বাস্থ্যকর সুপ হতে পারে আপনার সেরা সঙ্গী।

রবিবার আগরতলায় এসইউসিআই এর উদ্যোগে বিক্ষোভ র‍্যালি আয়োজিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৭২তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করলেন

বানারসী, ৪ জানুয়ারি: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রবিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৭২তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি ভারতীয় উন্নয়ন যাত্রার সঙ্গে ভলিবল খেলার আত্মাকে তুলনা করেন, যা টিমওয়ার্ক, সমন্বয় এবং ভাগ করা দায়িত্বের শিক্ষা দেয়।

প্রধানমন্ত্রী খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'কোনও জয় একা অর্জিত হয় না, খেলাধুলায় হোক বা দেশ গঠনে। আমাদের সাফল্য নির্ভর করে সমন্বয়, বিশ্বাস এবং দলের প্রস্তুতির উপর। প্রত্যেকেরই একটি ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে, এবং আমরা তখনই সফল হতে পারি যখন সবাই তা গুরুত্ব সহকারে পালন করবে।' তিনি ভলিবল এবং ভারতের ঐক্যবদ্ধ উন্নতির মধ্যে সাদৃশ্য তুলে ধরেন।

বারানসী থেকে সাংসদ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী দেশব্যাপী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলগুলিকে স্বাগত জানান এবং তাদের কঠোর প্রস্তুতির জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে ২৮টি রাজ্যের দলগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে, যা 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' এর আত্মাকে প্রতিফলিত করে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভারানসী একটি দীর্ঘদিনের ক্রীড়া সংস্কৃতির শহর, যেখানে কুস্তি, কাবাডি, বক্সিং এবং নৌকা প্রতিযোগিতা জনপ্রিয়। এখানে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন বানারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি, ইউপি কলেজ এবং কাশী বিদ্যাপীঠ বহু জাতীয় স্তরের ক্রীড়াবিদ তৈরি করেছে।'

ভলিবলকে একটি সমন্বয়, সহযোগিতা এবং দৃঢ় সংকল্পের খেলা হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, 'ভলিবল খেলা "টিম ফার্স্ট" এর মূলনীতি শক্তিশালী করে, যেখানে ব্যক্তিগত দক্ষতা একসাথে মিলিত হয়ে সম্মিলিত জয়ে পরিণত হয়।'ভারতীয় ক্রীড়া ক্ষেত্রে গত দশ বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকাল আমাদের দেশের যুবক-যুবতীরা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করছে, যা আমাদের দেশবাসীর জন্য গর্বের বিষয়।'

তিনি সরকারের ক্রীড়া বাজেট বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন এবং বলেছিলেন যে একাধিক ক্রীড়া সংস্কারের মাধ্যমে খেলাধুলার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে।

'জাতীয় ক্রীড়া শাসন আইন' এবং 'খেলো ভারত নীতি ২০২৫' এর মতো সংস্কারের কথা তুলে ধরেন, যা ক্রীড়াবিদদের জন্য আরও স্বচ্ছ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা তৈরি করেছে। তিনি টার্গেট অলিম্পিক পডিয়াম স্কিম এবং আন্তর্জাতিক ইভেন্ট আয়োজনের জন্য ভারতের প্রস্তুতির কথাও উল্লেখ করেন।

বারানসীতে ক্রীড়া অবকাঠামোর উন্নতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ভানারসীতে আধুনিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স এবং সিগরা স্টেডিয়ামের উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলছে, যা শহরটিকে ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক ইভেন্টের জন্য একটি প্রধান গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছে।'

শেষে তিনি খেলোয়াড়দের বারানসীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, স্থানীয় খাদ্য ও আধ্যাত্মিক স্থানে ভ্রমণ করার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন যে প্রতিযোগিতায় প্রতিটি স্পাইক এবং ব্লক ভারতের ক্রীড়া লক্ষ্যের প্রতি অবদান রাখবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে যোগী আদিত্যনাথ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ৭২তম জাতীয় ভলিবল প্রতিযোগিতা ৪ জানুয়ারি থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে, যেখানে ৫৮টি দল নিয়ে ১,০০০ এরও বেশি খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করছেন।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড ভারতের টি২০ বিশ্বকাপে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেনি

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি, ২০২৬: বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপদেষ্টা রবিবার জানান যে, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতের জন্য নির্ধারিত ২০২৬ সালের টি২০ বিশ্বকাপে দল পাঠানো হবে না। এ বিশ্বকাপ ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল এবং বাংলাদেশ চারটি ম্যাচ খেলবে তিনটি কলকাতায় এবং একটি মুম্বাইয়ে।

এই সিদ্ধান্তটি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশের পরেই এসেছে, যেখানে কলকাতা নাইট রাইডার্স-কে বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিতে বলা হয়েছিল।

বাংলাদেশের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নাজরুল তার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে লিখেন, "বাংলাদেশ আজ টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে ভারত যাবে না, এ সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড আজ নিয়েছে। আমরা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রচলিত সাম্প্রদায়িক নীতির প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।"

এদিকে, বিসিবি এই সিদ্ধান্তের পর সোমবার অফিসিয়ালভাবে নিশ্চিত করেছে যে তারা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল-কে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। বিসিবি পরিচালক খালেদ মাহসুদ পাইলট বলেন, "আমরা আইসিসি-কে একটি চিঠি পাঠিয়েছি, যাতে আমাদের ম্যাচটি ভারত থেকে শ্রীলঙ্কায় স্থানান্তরিত করা হয়। তারা যদি আমাদের একজন খেলোয়াড়ের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তাহলে তারা কীভাবে পুরো দলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে? তাই আমরা সেখানে খেলা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি না।'

এই ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে শাহরুখ খান মালিকানাধীন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআর গত মাসে আবু ধাবিতে অনুষ্ঠিত নিলামে মুস্তাফিজুর রহমানকে ৯.২০ কোটিতে কিনেছিল। তবে, বিসিসিআই কেকেআর-কে নির্দেশ দেয় মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দিতে, কারণ বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের মধ্যে অভিনেতার বিরুদ্ধে সমালোচনা বাড়ছিল।

বিসিবি এই সিদ্ধান্তকে অনুতপ্ত করে জানায় তারা বিসিসিআই-কে মুস্তাফিজুর রহমানের মুক্তির বিষয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা চেয়ে চিঠি পাঠাবে। আসিফ নাজরুলও শনিবার দেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের কাছে আইপিএল সম্প্রচার বাংলাদেশে বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন।

রবিবারের এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য টি২০ বিশ্বকাপের ভবিষ্যত নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে, কারণ ইতোমধ্যে ভারত-পাকিস্তান গ্রুপ লিগ ম্যাচটি আইসিসি'র হাইব্রিড মডেল অনুসারে নিউট্রাল ভেন্যুতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। যদি বাংলাদেশও ভারতের বিরুদ্ধে খেলা থেকে বিরত থাকে, তবে আইসিসি-র জন্য একটি বড় সংকট সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বিসিবিও মুস্তাফিজুর রহমানের মুক্তির সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়েছে এবং তারা আইপিএল-এ তার অংশগ্রহণের জন্য দেওয়া এনওসি (নো অবজেক্ট সার্টিফিকেট)বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শনিবার রাতে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরওয়ার ফারুকি তার ফেসবুক পোস্টে লিখেন, "আইপিএল-এ মুস্তাফিজুর রহমানের সাথে যা হয়েছে, তা অগ্রহণযোগ্য। বাংলাদেশের নাগরিকরা এই ঘটনার মধ্যে ঘৃণার রাজনীতি দেখেছেন এবং গভীরভাবে দুঃখিত।"

তিনি আরও বলেন, "বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অবশ্যই এই ঘটনার পেছনে একই উদ্দেশ্য রয়েছে কিনা, তা তদন্ত করবে। ভবিষ্যতে আমাদের ক্রিকেট বা ফুটবল দলগুলোর নিরাপত্তা এখানে নিশ্চিত করা হবে কিনা, তা নিশ্চিতভাবেই বিবেচনা করা হবে।'

ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফরে গেছেন

নয়াদিল্লি, ৪ জানুয়ারী : ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী ৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে সংযুক্ত আরব আমিরাতে সরকারি সফরে গেছেন। এটি ভারতের চলমান প্রচেষ্টার অংশ, যার লক্ষ্য বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা এবং সামরিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করা। এই দুই দিনের সফর, যা ৫ জানুয়ারি থেকে ৬ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে, শুরু হবে সংযুক্ত আরব আমিরাত ভূমি বাহিনীর পক্ষ থেকে জেনারেল দ্বিবেদীকে গার্ড অব অনার প্রদান করার মাধ্যমে। সফরের সময়, সেনাপ্রধান সংযুক্ত আরব আমিরাত সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করবেন, যার মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাত ভূমি বাহিনীর কমান্ডারও অন্তর্ভুক্ত আছেন। এখানে, তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত সেনাবাহিনীর কাঠামো, ভূমিকা এবং সক্ষমতা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ করবেন।

জেনারেল দ্বিবেদী সংযুক্ত আরব আমিরাত'র গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলো পরিদর্শন করবেন এবং সৈন্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন, যা ভারতের সাথে সংযুক্ত আরব আমিরাত'র প্রতিরক্ষা অংশীদারিত্বের বৃদ্ধি প্রদর্শন করবে। সফরের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাত ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে সকল অফিসারদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেবেন।

এই সমস্ত যোগাযোগের লক্ষ্য হলো দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, পেশাদার সামরিক বিনিময় এবং উভয় দেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে কৌশলগত বোঝাপড়া আরও উন্নত করা। সফরটি ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরাত -এর মধ্যে প্রতিরক্ষা সম্পর্ক দৃঢ় করার এবং পশ্চিম এশিয়ায় বন্ধুপ্রতীম দেশগুলির সঙ্গে পারস্পরিক আস্থা গড়ে তোলার ভারতের সংকল্পকে প্রতিফলিত করে।

সুধীর রঞ্জন মজুমদারের

● প্রথম পাতার পর

মজুমদার ছিলেন কংগ্রেস কর্মীদের জন্য এক অনুপ্রেরণার নাম। দল-মতের ঊর্ধ্বে উঠে সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন। বর্তমান সময়েও তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারা সমাজ ও রাজনীতিতে সমানভাবে প্রাসঙ্গিক বলে মন্তব্য করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি।

ইতিবাচক পদক্ষেপ

● প্রথম পাতার পর

বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে প্যারাডাইস চৌমুহনীতে এসে শেষ হয়, যেখানে একটি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন সাংসদ ঝর্ণা দাস বৈদ্য, সিপিআইএম নেতা নারায়ণ কর সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

প্রতিবাদ সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর এই ধরনের কার্যকলাপে গোটা বিশ্বে অস্থিরতা ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, আন্তর্জাতিক স্তরে এত বড় ঘটনার পরও ভারত সরকার এখন পর্যন্ত স্পষ্ট অবস্থান নেয়নি, যার ফলে বিশ্ব দরবারে ভারত সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তিকর বার্তা যাচ্ছে। অবিলম্বে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো উচিত বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে একই ইস্যুতে সিপিআই, এআইওয়াইএফ এবং এআইএসএফ-ও পৃথক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। সিপিআই রাজ্য কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সংগঠিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান দলের নেতৃত্ব।

অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট

● প্রথম পাতার পর

ডেলসি রদ্রিগেজকে অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তবে, তার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। রদ্রিগেজ রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশনে উপস্থিত হয়ে দাবি করেছেন, 'মাদুরোই ভেনেজুয়েলার একমাত্র প্রেসিডেন্ট।'

মার্কিন হামলার পর, রাশিয়া, ইরান, ব্রাজিল, চিন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যসহ একাধিক দেশ এই হামলার নিন্দা জানিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে। ভেনেজুয়েলা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে জরুরি বৈঠক আহ্বান করেছে।

এদিকে, মাদুরোর গ্রেফতার ও রদ্রিগেজের অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ ভেনেজুয়েলার রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, তবে দেশের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা অব্যাহত রয়েছে।

মেক্সিকো, কলম্বিয়া

● প্রথম পাতার পর

তা উপেক্ষা করেছে। তাই মাদক সন্ত্রাস রুখতে আমেরিকার পক্ষ থেকে বড় পদক্ষেপ নিতে হয়েছিল।' মাদুরোর গ্রেফতারের পর পরই ট্রাম্প মেক্সিকো, কলম্বিয়া এবং কিউবাকে ইঙ্গিত দিয়ে বলেন, 'মাদক সন্ত্রাস প্রতিরোধে যদি আমেরিকার পা ওই অঞ্চলে রাখতে হয়, তবে সেটিও করতে প্রস্তুত আমেরিকা।'

ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার সামরিক অভিযানে মেক্সিকোসহ অন্যান্য দেশগুলির মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। বিশেষ করে মেক্সিকো প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শিনবম পার্ডো এবং ট্রাম্পের সম্পর্কের টানাপোড়েন বেড়েছে। শরণার্থী সমস্যা এবং মাদক চোরাচালানকে কেন্দ্র করে দু"দেশের মধ্যে সংঘাত তীব্র হয়েছে। ট্রাম্প মেক্সিকোকে বারবার সতর্ক করেছেন, তবে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট এই সামরিক অভিযানে নিন্দা জানিয়েছেন।

কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেট্রোকে 'মাদক সম্রাট' হিসেবে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেন, "পেট্রো মাদক তৈরির কারখানা চালাচ্ছেন, যা আমেরিকার প্রতি এক বড় বিপদ।" তিনি আরও বলেন, 'কলম্বিয়ায় তৈরি মাদক আমেরিকায় পাচার হচ্ছে, এবং এবার পেট্রোকেও শিক্ষা দিতে হবে।'

কিউবাকে নিয়ে ট্রাম্প তার বক্তব্যে বলেন, 'কিউবার পরিস্থিতি এখন দুর্ভাগ্যজনক। সেখানে প্রশাসনিক পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং কিউবার জনগণ এর জন্য দীর্ঘদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কিউবার জনগণকে এই "ব্যর্থ শাসক" থেকে মুক্তি দিতে হবে।'

শুক্রবার মধ্যরাতে (স্থানীয় সময়) আমেরিকা ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান শুরু করে। কারাকাস শহরে পর পর সাতটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল। হামলা হয়েছে ভেনেজুয়েলার বিভিন্ন প্রদেশেও, যেমন মিরান্ডা এবং আরাগুয়া। হামলার পিছনে কে বা কারা ছিল, তা স্পষ্ট হয়নি। তবে, সম্ভাব্য মার্কিন হানার বিষয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল, তখন ট্রাম্প এক টুইট পোস্টে জানান, 'আমেরিকা ভেনেজুয়েলা এবং তার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর বিরুদ্ধে সফলভাবে বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে। মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে বন্দি করা হয়েছে।'

ভেনেজুয়েলার উপর আমেরিকার হামলা এবং মাদুরোকে গ্রেফতারের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে চিন, রাশিয়া এবং ইরান এই সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগ তুলেছে। এই ঘটনায় লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে।

শিশু ও নাবালিকা

● প্রথম পাতার পর

শিশুটিকে একটি বাড়ির ছাদ থেকে নিচে ফেলে দেয় পাষণ্ডরা। এই ঘটনায় গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং দোষীদের চরম শাস্তির দাবি জোরালো হচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয়। তাকে দ্রুত সিকান্দ্রাবাদের কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্তরা নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে এবং তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করতেই এই নিষ্ঠুর পথ বেছে নিয়েছে।

হুবলির পুলিশ কমিশনার জানিয়েছেন, "আমরা অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করেছি। নির্যাতিতার পরিবারকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।" অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ পুলিশ বুলন্দশহরের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করতে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে।

উভয় ঘটনায় এলাকায় তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। সাধারণ মানুষ অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

আন্দামানে দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

যিনি তাঁর সাহায্য কামনা করেন।খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের দপ্তর থেকে আহত শিক্ষিকার পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। পরে তিনি নিজে জিবি পন্থ হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসাধীন মৈত্রী চক্রবর্তীর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি চলমান চিকিৎসা ও পরবর্তী উন্নত চিকিৎসা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। একই সঙ্গে তিনি পরিবারের সদস্যদের পাশে থেকে তাঁদের আশ্বস্ত করেন এবং প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তার বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে মৈত্রী চক্রবর্তীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী আগামী মঙ্গলবার তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সাংসদের হস্তক্ষেপে চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে বলে পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে।

এই ঘটনায় সাংসদের তাৎক্ষণিক উদ্যোগ ও সহানুভূতিশীল ভূমিকার জন্য মৈত্রী চক্রবর্তীর পরিবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

সিপিএমের বিলোনীয়ায় মিছিল

● প্রথম পাতার পর

একটি পথসভাও অনুষ্ঠিত হয়।

পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম বিলোনিয়া বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক বিজয় তিলক এবং বিভাগীয় কমিটির সদস্য মধুসূদন দত্ত। এছাড়াও দলের অন্যান্য সদস্য ও সমর্থকেরা মিছিল ও সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে ভেনিজুয়েলার উপর আন্তর্জাতিক চাপ ও হস্তক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে রাষ্ট্রপতি মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তোলেন। পাশাপাশি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আন্তর্জাতিক সংহতির আহ্বান জানানো হয়।

বিজেপি এডিসি শাসন

● প্রথম পাতার পর

অংশের মানুষের উন্নয়নে যা যা দাবি রয়েছে সেগুলি বাস্তবায়ন করছে। আমাদের মাধ্যমে জনজাতিদের সমস্যাগুলি সমাধান করা হবে। জনজাতিদের উন্নয়নে যা যা করার দরকার সেটা করবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অনেক সময় অতি চালাকে গলায় দড়ি পড়ে। তাই বেশি চালাকি কিন্তু ভালো নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন জনজাতি অংশের মহিলারা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিনতে পেরেছেন, বুঝতে পেরেছেন। মোদির উপর আস্থা, বিশ্বাস এসেছে তাদের। রাজ্যে এখন একের পর এক ন্যাশনাল হাইওয়ে (জাতীয় মহাসড়ক) হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আসার পর আমাদের হিরা মডেল দিয়েছেন। এরফলে জাতীয় সড়ক, ইন্টারনেট, রেলওয়ে, এয়ারওয়ের প্রভূত উন্নতি হয়েছে রাজ্যে। উন্নয়নের জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন সেটা প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছেন। এরআগে আমরা অরণ্য রোদন, কুম্ভীরাশ্রু আমরা দেখেছি। তাই যারা বিভিন্নভাবে সুড়সুড়ি দেয়, ইস্যু খুঁজে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। আমি বারবার বলছি স্ক্রিপ্ট (হরফ) নিয়ে আন্দোলন করার কোন প্রয়োজন নেই। আপনারা নিজেরাই স্ক্রিপ্ট তৈরি করুন। এই স্ক্রিপ্ট নিয়ে বারবার কথা হয়েছে। তারপরও এনিয়ে কথা হচ্ছে। আপনারা বাংলা স্ক্রিপ্ট নেবেন না, তাহলে দেবনাগরী নেন। আপনি হিন্দিতে কথা বলেন, দেবনাগরীতে কথা বলেন। তবে স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে কেন অন্য কথা। সেই জায়গায় নিজেরা স্ক্রিপ্ট বানান। চাকমা জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ স্ক্রিপ্ট বানাতে পারলে আপনারা কেন পারবেন না? জনজাতিদের মধ্যে প্রচুর বিদ্ধান ব্যক্তি আছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতীয় জনতা পার্টি সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলে জিএসডিপি এবং মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ত্রিপুরা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। আমরা প্রতিটি সেক্টরে অনেক পুরস্কার অর্জন করেছি। আমরা নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করছি এবং এটা সম্ভব যখন জাতি ও জনজাতি বিজেপির উপর আস্থা রাখবে।

মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন যে আগামী দিনে বিজেপি এডিসি-তে সরকার গঠন করবে এবং একইভাবে ২০২৮ সালে বিজেপি সরকার গঠন করবে - এতে কোন সন্দেহ নেই।

থানসা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডাঃ সাহা বলেন যে থানসা মানে সবার ঐক্য, যা হল 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ এবং সবকা প্রয়াস।' মুখ্যমন্ত্রী পূর্বতন শাসনামলে রাজ্য জুড়ে ব্যাপক সহিংসতা চালানোর জন্য সিপিএম-এর নিন্দা করেন। তিনি বলেন,

সিপিএমের সময়ে এটিটিএফ এবং এনএলএফটি জন্মগ্রহণ করেছিল। জাতি ও জনজাতির অনেক লোককে হত্যা করা হয়েছিল। উত্তর পূর্বের অবস্থা ছিল করুণ। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কারণে এখন শান্তি বিরাজ করছে।

এদিন যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায়, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, এডিসি সদস্য সঞ্জীব রিয়াং, টাকারজলা মন্ডলের সভাপতি, সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, মান্দাই মন্ডলের সভাপতি অভিজিত দেববর্মা সহ বিভিন্ন স্তরের জনজাতি নেতৃত্ব।

শিশুদের সৃজনশীল বিকাসের

● প্রথম পাতার পর

জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তোলো।

তিনি আরও বলেন শিক্ষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যকলাপও সমান প্রয়োজনীয়। এগুলির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে অসংখ্য চিত্রশিল্পী রয়েছেন, যাঁরা তাঁদের প্রতিভার মাধ্যমে সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহ করছেন।

মন্ত্রী বলেন , পড়াশোনার গণ্ডির বাইরে গিয়েও শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন দেখতে হবেকেউ হতে পারে নৃত্যশিল্পী, কেউ ক্রীড়াবিদ, কেউ বা চিত্রশিল্পী।

একটি ছবি হাজার শব্দের সমান শক্তিশালী। রঙের ভাঁজে লুকিয়ে থাকে অনুভূতির গল্প। চোখের মাধ্যমে শিল্প হৃদয়কে স্পর্শ করে। শিল্প হলো মানবচিন্তা ও সৃজনশীলতার এক অনন্য ভাষা। চিত্রাঙ্কন কেবল রঙ ও তুলির খেলা নয়এটি মনের ভাষা, অনুভূতির প্রকাশ এবং কল্পনার রূপায়ণ। একটি শিশু যখন ছবি আঁকে, তখন সে তার আনন্দ, দুঃখ, স্বপ্ন ও অনুভূতিকে ক্যানভাসে তুলে ধরে। যা মুখে বলা যায় না, শিল্প তা নিঃশব্দে প্রকাশ করে।"

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান দ্রুতগতির ও প্রযুক্তিনির্ভর যুগে শিল্পচর্চার গুরুত্ব আরও বেড়েছে। শিল্প মানুষের মানসিক বিকাশ ঘটায়, ধৈর্য্য শেখায়, মনোযোগ বৃদ্ধি করে এবং সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত করে। চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে শিশুদের সৃজনশীল চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়, যা ভবিষ্যতে যে কোনো পেশাগত ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনে সহায়ক হয়।

তিনি জানান, রাজ্য সরকার চায় শিক্ষার্থীরা কেবল পরীক্ষায় ভালো ফল করুক তা নয়, বরং তারা যেন সংবেদনশীল, সৃজনশীল ও মানবিক মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

তিনি বলেন আমি সকল শিক্ষার্থীদের বলতে চাইপড়াশোনার পাশাপাশি শিল্পকে জীবনের অংশ করে নাও। তোমাদের স্বপ্নকে নানা রঙে আঁকো। তোমাদের হাত ধরেই গড়ে উঠবে এক সুন্দর, শান্তিপূর্ণ ও সৃজনশীল সমাজ। আজকের দিনে শিল্পীরা আর্ট গ্যালারি, প্রদর্শনী, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম কিংবা সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পকর্ম বিক্রি করে স্বাবলম্বী হতে পারেন।"

রবিবার মুক্ত ধারায় একদিবসীয় সেমিনারের উদ্বোধন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ও মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা।

যাত্রাপুর থানার অভিযানে গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ, কাটা হলো ৪৫টি প্লটের গাছ

যাত্রাপুর, ৪ জানুয়ারি: যাত্রাপুর থানার পুলিশ পৃথক দুটি স্থানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা গাছ কেটে ধ্বংস করেছে। রবিবার চালানো এই অভিযানে মোট ৪৫টি প্লটের গাঁজা গাছ নষ্ট করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ জানায়, যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণে কালীখলা এডিসি ভিলেজ এলাকার ভদ্রাবাড়ি পাড়ার জঙ্গল এবং গরমছড়া এলাকার জঙ্গলে এই দুটি অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও তারা কোনও ধরনের বাধা দেয়নি।

এই অভিযানে পুলিশের সঙ্গে বিএসএফ ও টিএসআর বাহিনীর জওয়ানরাও অংশ নেন। যাত্রাপুর থানার ওসি জানান, বেআইনি গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে।

তবে স্থানীয় মহলে প্রশ্ন উঠেছে, এই অভিযান কতটা নিয়মিত ও সর্বত্র হবে। কারণ সোনামুড়া মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় এখনও বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে গাঁজা চাষ চলছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কোথায় কোথায় গাঁজা বাগান রয়েছে, সে সংক্রান্ত তথ্য বিভিন্ন থানার কাছেই আছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। তা সত্ত্বেও সব এলাকায় সমানভাবে অভিযান না হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে নানা প্রশ্ন ও সন্দেহ দানা বাঁধছে। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে রহস্য থেকেই যাচ্ছে বলে মত প্রকাশ করছেন অনেকেই।

বিজেপির একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্মী রাজকুমার বিয়াংয়ের অকাল প্রয়াণে গভীর শোক মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ ডিসেম্বর: পাহাড়ি জনপদ আঠারোমুড়া পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ৪১মাইল এলাকার রায়হামচা গুচ্ছগ্রাম আজ শোকস্তব্ধ। এলাকার পরিচিত মুখ, বিজেপির একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্মী রাজকুমার বিয়াংয়ের অকাল প্রয়াণে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা পাহাড়ি অঞ্চলে।

রাজকুমার রিয়াংয়ের প্রয়াণের খবর পেয়ে রবিবার দুপুরে তাঁর রায়হামচা গুচ্ছগ্রামের বাড়িতে পৌঁছন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আঠারোমুড়া শক্তি কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্ব ও দলের কর্মীরা। প্রয়াত কর্মীর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা রাজকুমার বিয়াংয়ের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং বিজেপির পতাকা দিয়ে মরদেহ আচ্ছাদিত করেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৫ সাল থেকে রাজকুমার বিয়াং বিজেপির পতাকা হাতে নিয়ে আঠারোমুড়া পাহাড় ও পার্শবর্তী এলাকায় দলের সাংগঠনিক কাজে নিরলসভাবে যুক্ত ছিলেন। জনজাতি অধ্যুষিত দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে বিজেপির সংগঠন মজবুত করতে তিনি মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন।শোকপ্রকাশ করে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, "রাজকুমার বিয়াং ছিলেন আঠারোমুড়া পাহাড় অঞ্চলে বিজেপিকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর অন্যতম একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্মী। তাঁর প্রয়াণে দল একজন বিশ্বস্ত সৈনিককে হারাল।"এই প্রয়াণে শুধু রাজনৈতিক মহল নয়, শোকাহত স্থানীয় বাসিন্দারাও।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিলোনীয়া বনকর বাজারে কৈবল্যনাথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পৌষ সংক্রান্তি থেকে শুরু শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের ৪৩ তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্ত মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি: বিলোনীয়া বনকর বাজারে কৈবল্যনাথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে পৌষ সংক্রান্তির দিন বুধবার থেকে শুরু হতে যাচ্ছে শ্রীশ্রী ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের ৪৩ তম বাৎসরিক উৎসব ও ভক্ত মিলন। ১৮ই জানুয়ারী ভোরে নগরকীর্তনান্তে উৎসবের সমাপ্তি হবে।

উৎসবের অনুষ্ঠান সূচির মধ্যে রয়েছে ১৪ ই জানুয়ারী বুধবার বিকেলে শ্রী শ্রী ঠাকুর প্রসঙ্গ, বেদবাণী পাঠ পরে গঙ্গা আনয়ান্তে শ্রীশ্রী নামযজ্ঞ আরম্ভ ও শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা।১৫ই জানুয়ারী থেকে ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত প্রতিদিন অহোরাত্র শ্রীশ্রী নামযজ্ঞ, ভোরের মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্নের শ্রীশ্রী ঠাকুর পূজা,অন্নভোগ ও সায়ংকালে শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ পূজা।

১৭ই জানুয়ারী শনিবার দুপুর ২ টা থেকে মহাপ্রসাদ বিতরণ। এই উৎসবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপস্থিতি, সহযোগিতা ও আনন্দবর্ধনে সমবেত হয়ে উৎসবের আনন্দ উপভোগ করার জন্য কৈবল্যনাথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে বিলোনীয়া বনকর উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে সর্বস্তরের জনগণকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।রবিবার উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

"এসসি/এসটি সংরক্ষণ: বর্তমান প্রেক্ষাপট, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের পথ"এই শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: "এসসি/এসটি সংরক্ষণ: বর্তমান প্রেক্ষাপট, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের পথ"এই শীর্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হলো আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে। ত্রিপুরা ট্রাইবাল অফিসার্স ওয়েলফেয়ার ফোরাম, অল ত্রিপুরা এসসি অফিসার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটি এবং টিপরা ইঞ্জিনিয়ার্স সোসাইটি, ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা সরকারের তফসিলি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী কিশোর বর্মণ।

সেমিনারে বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত কমিশনার এস.সি. দাস। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিরঞ্জন বর্মণ, অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক, এসসি কল্যাণ বিভাগ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে এসসি ও এসটি সংরক্ষণ নীতির বর্তমান বাস্তবতা, এর সামনে থাকা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক করার পথ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সেমিনারটি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গঠনমূলক আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হয়।

নাগাল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট চার্চ কাউন্সিল প্রধানমন্ত্রী মোদির কাছে খোলা চিঠি পাঠালো, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর ধর্মীয় নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ

কোহিমা, ৪ জানুয়ারী : নাগাল্যান্ড ব্যাপ্টিস্ট চার্চ কাউন্সিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একটি চিঠি পাঠিয়ে দেশব্যাপী খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর ধর্মীয় নির্যাতন বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষভাবে তারা জানান, ক্রিসমাস মৌসুমে খ্রিস্টানদের উপর নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তিত।

চিঠিতে এনবিসিসি দাবি করেছে, ভারতে খ্রিস্টানদের প্রতি নির্যাতন এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি একটি উদ্বেগজনক প্রবণতা হয়ে উঠেছে। 'ভারতে খ্রিস্টান নির্যাতনের তরঙ্গ ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে, যা খ্রিস্টান হওয়া প্রতিদিনের জীবনে এক অস্তিত্বের সংকটে পরিণত করছে,' বলেছে কাউন্সিল।

ইউনাইটেড ক্রিস্টিয়ানস ফোরামের তথ্য উদ্ধৃত করে, তারা জানিয়েছে যে ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ৬০০ এর বেশি সহিংসতার ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে, যা প্রতিদিন গড়ে দুটি হামলা করে, এর মধ্যে মব আক্রমণ, জনসম্মুখে হেনস্থা, গির্জা ভাঙচুর এবং বাড়িঘর ধ্বংসের ঘটনাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

'এটি একটি তিক্ত পরিহাস, যে দেশে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দাবি করা হয়, সেখানে নাগরিকরা কেবল ক্রিসমাস উদযাপন করার জন্য হামলার শিকার হচ্ছেন... এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকলে নিজের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা যেন এক দূরবর্তী স্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায়,' চিঠিতে বলা হয়েছে।

এনবিসিসি আরও বলেছে যে, খ্রিস্টান বিধায়করা, এমনকি বিজেপি দলের সদস্যরাও, হামলা এবং বিদ্বেষমূলক ভাষণের বিরুদ্ধে মুখ খোলেননি, এমনকি উচ্চপ্রোফাইল ঘটনার মতো বেঁড়িলি (উত্তরপ্রদেশ), লাজপত নগর (দিল্লি), রায়পুরের একটি শপিং মল (ছত্তিশগড়), নলবাড়ি (অসম) এ স্ট. মেরির স্কুল আক্রমণ এবং কেরালা ও রাজস্থানে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রেও তারা কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

'আজ, একজন খ্রিস্টান এবং ভারতের নাগরিক হিসেবে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হওয়া একেবারে অপ্রত্যাশিত। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এত বেশি ঘৃণা কেন প্রকাশিত হচ্ছে, তা বোঝা কঠিন। যদি আমরা খ্রিস্টানদের জাতি গঠনে অবদান পর্যালোচনা করি, তাহলে আমরা গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে আমরা আজও ভারতের নিরাপত্তা, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক রূপে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছি,' এনবিসিসি বলেছে। 'খ্রিস্টানদের জন্য জাতীয়তাবাদ মানে হলো দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি আনুগত্য, আর এই ক্ষেত্রে খ্রিস্টানরা সাংস্কৃতিক হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের থেকে কোনো অংশে কম কিছু করেননি,' তারা যোগ করেছে।

ফ্রেন্ডস প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬ সিজন টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: আগরতলার মাতৃপল্লী এগ্রিকালচার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফ্রেন্ডস প্রিমিয়ার লিগ ২০২৬ সিজন টুর্নামেন্ট। এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক তথা যুব মোর্চার সভাপতি সুশান্ত দেব। রবিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফ্রেন্ডস প্রিমিয়াম লিগ ২০২৬ সিজন টু বিধায়ক তথা যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুশান্ত দেবের হাত ধরে উদ্বোধন হলো। আগরতলার মাতৃ পল্লী এগ্রিকালচার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই ম্যাচ।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্রিকেট প্লেয়াররা। নেশা থেকে কিভাবে যুব সমাজকে দূরে রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ফ্রেন্ডস প্রিমিয়াম লিগ ২০২৬ সিজন টু ফ্রেন্ডস প্রিমিয়াম লীগের আয়োজন করা হয়েছে। যারা ভালো খেলেছে তাদেরকে পুরস্কৃত করলেন বিধায়ক সহ অন্যান্যরা।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে পঞ্চদশ ভাষা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত কৈলাসহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ৪ জানুয়ারি: রবিবার কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে পঞ্চদশ ভাষা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আজ কৈলাসহরে ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে পঞ্চদশ ভাষা সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ সমীর ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক অনুকূল সিনহা ও মাতৃভাষা পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য সভাপতি সুভাষ সূত্রধর। এই অনুষ্ঠানে শহরের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, লেখক, কবি ও স্বজন ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন ।আজকের এই অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি সম্পাদিকা শ্রীমতি লীলাবতী সিনহা।

হিন্দু সম্মেলন আয়োজক কমিটির পূর্ব আগরতলা প্রান্তের উদ্যোগে একদিনের হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: হিন্দু সম্মেলন আয়োজক কমিটির পূর্ব আগরতলা প্রান্তের উদ্যোগে একদিনের হিন্দু সম্মেলন রবিবার অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল মাঠে। সম্মেলনে সংগঠনের সদস্যদের পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকার সনাতন ধর্মাবলম্বীরা উপস্থিত ছিলেন।

আয়োজকরা জানান, আগরতলা পুর নিগম এলাকার মোট ১৩টি ওয়ার্ডকে অন্তর্ভুক্ত করে এই হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়, বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ধর্ম সনাতন ধর্মের আদর্শ, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যেই এই সম্মেলনের আয়োজন।

তারা আরও জানান, সনাতন ধর্মকে প্রতিটি ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। রাজ্য ও দেশের সমস্ত সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই এই হিন্দু সংগঠনের অংশএমনটাই দাবি করেন আয়োজকরা। সম্মেলনের মাধ্যমে সমাজে ধর্মীয় ঐক্য ও সচেতনতা আরও দৃঢ় হবে বলে তাদের আশা।

মনিপুরে জনগণনা উপলক্ষে জেলা সীমানা স্থগিত, এনআরসি হালনাগাদ করার দাবি

ইম্ফাল, ৪ জানুয়ারী : মনিপুর সরকার আগামী জনগণনা প্রক্রিয়া সহজ করতে রাজ্যের সব জেলার, তহসিল এবং গ্রামগুলোর প্রশাসনিক সীমানা স্থগিত করেছে। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যখন সিভিল সোসাইটি সংগঠনগুলো দাবি করছে যে, জনগণনা চালানোর আগে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) হালনাগাদ করা উচিত।

মনিপুরের অতিরিক্ত সচিব (গৃহ) আহান্তেম সুবাশ সিং সই করা এক আদেশে জানানো হয়েছে যে, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০২৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের সব প্রশাসনিক সীমানা স্থগিত থাকবে। আদেশে বলা হয়েছে যে, এই পদক্ষেপটি জনগণনা কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করতে নেওয়া হয়েছে।

এই পদক্ষেপটি এমন একটি সময়ে এসেছে, যখন একাধিক সিভিল সোসাইটি সংস্থা এবং রাজনৈতিক দল জনগণনা পরিচালনা করার আগে অবৈধ অভিবাসন এবং চলমান জাতিগত অশান্তির কারণে বাস্তুচ্যুতদের সমস্যাগুলি সমাধান করার উপর জোর দিয়েছে।

সাম্প্রতিক একটি রাজনৈতিক দলগুলোর সম্মেলনে, 'ক্যাম্পেইন ফর জাস্ট অ্যান্ড ফেয়ার ডিলিমিটেশন'-এর উদ্যোগে ২০২৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর লাম্যাংবা শংলেন, কোণং লমপাকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, মনিপুরে জনগণনা চালানো যাবে না যতক্ষণ না অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতরা তাদের পুরনো বাড়ি এবং গ্রামে পুনর্বাসিত হয়, প্রশাসন স্বাভাবিক হয়, অবাধ চলাচল নিশ্চিত হয় এবং অবৈধ অভিবাসীদের শনাক্ত করার জন্য এনআরসি বা সমান কোনো ব্যবস্থা হালনাগাদ করা না হয়।

এছাড়া, 'জয়েন্ট কমিটি অপোজিং ডিলিমিটেশন এক্সারসাইজ ইন মনিপুর (কাংলেই-পাক) (জেসিওডেম)' এর পক্ষ থেকে আগে বলা হয়েছিল যে, এনআরসি হালনাগাদ করার আগে জনগণনা পরিচালনা করলে মনিপুরের জন্য তা বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ রাজ্যটি দীর্ঘদিন ধরে অবৈধ অভিবাসন প্রবাহের অভিযোগে জর্জরিত।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

তিপ্রামথার উদ্যোগে গরিব দুস্থদের মধ্যে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ৪ জানুয়ারি: প্রচণ্ড শীতের কথা মাথায় রেখে তিপ্রামথা দলের উদ্যোগে গরিব ও দুস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। লংতরাইভ্যালী মহকুমার লংতরাই রিজার্ভ ফরেস্ট ভিলেজের প্রত্যন্ত অঞ্চল মনিরাম পাড়ায় বসবাসকারী গরিব জুমিয়া পরিবারের হাতে এই কম্বল তুলে দেওয়া হয়।

কম্বল বিতরণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ডেমছড়া—কচুছড়া আসনের এমডিসি ধীরেন্দ্র দেববর্মা, তিপ্রামথা করমছড়া ব্লক সভাপতি অভিজিৎ ত্রিপুরা, ধলাই জেলা সম্পাদক স্বাধীন দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বাধীন দেববর্মা বলেন, তিপ্রামথা দলের একমাত্র লক্ষ্য হল এডিসি এলাকার জাতি ও জনজাতিদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন। দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখে পাশে থাকা তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। প্রচণ্ড শীতের কথা বিবেচনা করে কম্বল ও শীতবস্ত্র বিতরণের মাধ্যমে তারা তাদের সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন বলেও তিনি জানান। স্থানীয় বাসিন্দারা এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তিপ্রামথা দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

তেলিয়ামুড়া এসটি বোর্ডিং নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণের ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি: ভগবান বিরসা মুন্ডার স্মৃতিতে আয়োজিত তেলিয়ামুড়া মহকুমা এসটি বোর্ডিং নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সংস্করণের ফাইনাল ম্যাচ ঘিরে রবিবার মুখরিত হয়ে ওঠে মহারানীপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের স্কুল মাঠ। সকাল থেকেই খেলাকে কেন্দ্র করে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও ক্রীড়াপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

ফাইনাল ম্যাচ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসটি বোর্ডিং চেয়ারম্যান বাবুজিত দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান রেখা দেববর্মা, তেলিয়ামুড়া মহকুমার ডি.সি.এম বিশ্বজিৎ মজুমদার, লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণগোপাল নন্দী সহ একাধিক আমন্ত্রিত অতিথি। অতিথিরা খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করে বলেন, পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।মহিলা বিভাগের ফাইনালে মুখোমুখি হয় ব্লুম অ্যাডভেন্টিস্ট স্কুল ও জায়ন হিল এসটি গার্লস বোর্ডিং হাউস। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলায় আধিপত্য বজায় রাখে জায়ন হিল।

প্রতিপক্ষকে কোনও সুযোগ না দিয়েই ২-০ গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় তারা।অন্যদিকে পুরুষ বিভাগের ফাইনালে ব্লুম অ্যাডভেন্টিস্ট স্কুলের বিরুদ্ধে একতরফা দাপট দেখায় অলিভ হিল ইংলিশ স্কুল। মাঠজুড়ে নিয়ন্ত্রিত ও গতিময় ফুটবলের প্রদর্শনী করে ৪-০ গোলের বড় ব্যবধানে জয়লাভ করে অলিভ হিল ইংলিশ স্কুল।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্স দলগুলোর হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা। সমগ্র অনুষ্ঠানজুড়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ আয়োজন ও খেলোয়াড়দের ক্রীড়াসুলভ মনোভাব দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। আয়োজকদের মতে, এই ধরনের টুর্নামেন্ট ভবিষ্যতে উপজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলাধুলার প্রতি আরও আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলবে।

লুই ব্রেইলের ২১৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলায় বিশেষ অনুষ্ঠান, দৃষ্টিহীনদের অধিকার নিয়ে জোরালো বার্তা

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: মহামতি লুই ব্রেইল-এর ২১৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে শনিবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অল ত্রিপুরা ব্লাইন্ড কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দৃষ্টিহীনদের অধিকার, মর্যাদা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অরিন্দম লোধ। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, সরকার দৃষ্টিহীনদের জন্য আইন প্রণয়ন করে রেখেছে, কিন্তু সেই আইন যদি সঠিকভাবে কার্যকর না হয়, তাহলে দৃষ্টিহীনদেরই আওয়াজ তুলতে হবে। সরকারের দায়িত্ব হল এই আইন কার্যকর করে দৃষ্টিহীনদের অধিকার নিশ্চিত করা।

প্রাক্তন বিচারপতি আরও বলেন, দৃষ্টিহীনরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশতারা সমাজ থেকে ভিন্ন নয়। দৃষ্টিহীনদের বঞ্চিত করে কোনও সমাজই এগিয়ে যেতে পারে না। তাই কোনওভাবেই দৃষ্টিহীনদের প্রতি বঞ্চনা গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, আদালতের দ্বারস্থ হলে দৃষ্টিহীনরা অবশ্যই তাঁদের বঞ্চনার বিচার পাবেন এবং ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এন. সি. শর্মা সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের শেষে দৃষ্টিহীনদের সংবর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানটি দৃষ্টিহীনদের অধিকার ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করেছে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

আগরতলার দুর্গাবাড়িতে মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি রিসার্চ ফ্রাটার্নিটির উদ্যোগে নবগ্রহ যজ্ঞ

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি রিসার্চ ফ্রাটার্নিটির উদ্যোগে রবিবার আগরতলার দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় নবগ্রহ যজ্ঞ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার মুখ্য সচেতক ও বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়।

মূলত হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র মতে নবগ্রহ যজ্ঞের মাধ্যমে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতুএই নয়টি গ্রহের অশুভ প্রভাব প্রশমিত করে শুভ ফল লাভের উদ্দেশ্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রহদের সন্তুষ্টির মাধ্যমে জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি, নানা বাধা দূরীকরণ এবং ইতিবাচক শক্তি বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বিধায়িকা কল্যাণী রায় জানান, মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এ দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। সারা দিনব্যাপী গীতা যজ্ঞ সহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের সঙ্গে মেডিক্যাল সায়েন্সের একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। সনাতন ধর্মের মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুষ্ঠানের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে বহু ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন এবং শান্তি ও মঙ্গল কামনায় সমবেত প্রার্থনায় অংশ নেন।

বিশালগড়ে ফের চুরির ঘটনা, এক সপ্তাহে একই দোকানে দু'বার হাতসাফাই

বিশালগড়, ৪ ডিসেম্বর: এক সপ্তাহের ব্যবধানে একই দোকানে পরপর দু'বার চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এই ঘটনায় কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে পুলিশ।ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড়ের কড়ইমুড়া এলাকায়।

দোকান মালিক আলম খান জানান, রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীরা দোকানের ছাদ কেটে ভেতরে ঢুকে মূল্যবান সমস্ত সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। তিনি আরও জানান, কিছুদিন আগেও একই কায়দায় তাঁর দোকানে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। পরপর দু'বার একই দোকানে চুরি হলেও এখনো পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের কেউ ধরা পড়েনি বলে অভিযোগ।

এলাকাবাসী ও দোকান মালিকের দাবি, রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা চরমভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। অবিলম্বে এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো এবং নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন তারা। ঘটনার পর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে স্থানীয় মহলে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 05-01-2026, 01:30

অঙ্গন

পূর্বা,অনুষ্কার সৌজন্যে নাগাল্যান্ডকে হারিয়ে জয় অব্যাহত ত্রিপুরার

নাগাল্যান্ড - ৭৭ ত্রিপুরা -৮০/১

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দাপট অব্যাহত ত্রিপুরার। হেলায় পরাজিত করলো নাগাল্যান্ডকে। গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের ক্রিকেটে। রবিবার ত্রিপুরা জয়লাভ করে ৯ উইকেটে। নাগাল্যান্ডের গড়া মাত্র ৭৭ রানের জবাবে ত্রিপুরা ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়।

রাজ্য দলের পক্ষে পূর্বা চৌধুরী ৫ উইকেট নেয়। এছাড়া ব্যাট খেতে ত্রিপুরার দলনায়িকা অনুষ্কা শীল অর্ধশত রান করে। টানা দুই ম্যাচে জয়লাভ করে লীগ টেবিল এর শীর্ষে এখন ত্রিপুরা। রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার বোলারদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে মাত্র ৭৭ রানে গুটিয়ে যায় নাগাল্যান্ড। দলের হয়ে একমাত্র লড়াই করে ওপেনার তথা দল নায়িকা নীতু ছেত্রী। নাগাল্যান্ডের অধিনায়িকা টি ৫৫ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৭ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান রুখে দাঁড়াতে পারেনি ত্রিপুরার আক্রমণের মুখে। শেষ পর্যন্ত ২৭.৩ ওভার ব্যাট করে ৭৭ রানে গুটিয়ে যায় নাগাল্যান্ড। ত্রিপুরার পক্ষে পূর্বা চৌধুরী পাঁচ রানে পাঁচটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতেই অস্মিতা রায় কে হারানোর পর রাজ্য দলের হয়ে রুখে দাঁড়ায় দল নায়িকা অনুষ্কা শীল এবং অনুভা পাল। অনুষ্কা শুরু থেকেই ছিল মারমুখী মেজাজে। শেষ পর্যন্ত ১১.৫ ওভারে এক উইকেট হারিয়ে ত্রিপুরা জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। রাজ্য দলের পক্ষে অনুষ্কা ৪৫ বল খেলে দশটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১ রানে এবং অনুভব ১০ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ অপরাজিত থেকে যায়। ৬ জানুয়ারি ত্রিপুরার তৃতীয় প্রতিপক্ষ সিকিম।

অনূর্ধ ১৮ রাজ্য ক্রিকেটে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে লীগ অভিযান শুরু বিশালগড়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিফলে গেল তন্ময় সরকারের বিধ্বংসী বোলিং। রবিবার শেষ দিনে বিশালগড়ের ব্যাটসম্যানদের উপর কার্য্যত স্ট্রিম রোলার চাপায় তন্ময়। তারপরও শেষ রক্ষা হলো না। ব্লাড মাউথকে হাঁরতে হয়েছে ৩ উইকেটে। বিশালগড় মহকুমার বিরুদ্ধে। রাজ্য অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে। কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ব্লাড মাউথ ক্লাবের ১২২ রানের জবাবে বিশালগড় মহকুমা প্রথম ইনিংসে ২১৬ রান করেছিল। ৯৪ রানে পিছিয়ে থেকে ব্লাড মাউথ ক্লাব দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৪ রান করে। বইয়ের জন্য ৮২ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে এক সময় ৪৫ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে খাদের কিনারায় ছিল বিশালগড় মহকুমা। ওই সময় রুখে দাঁড়ায় দীপ দেব। এবং দলকে কাঙ্খিত জয় এনে দেয়। বিশালগড় ৭ উইকেট হারিয়ে ৮২ রান করে। দলের পক্ষে দ্বীপ দেব ২৪ বল খেলে দুটি বাউন্ডারি ও চারটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫ রানে অপরাজিত থেকে যায়। এছাড়া সিদ্ধার্থ দেবনাথ ২৫ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করে। ব্লাড মাউথ ক্লাবের পক্ষে তন্ময় সরকার ৫০ রানে ৬ টি উইকেট দখল করে।

চৌধুরী চরণ সিং স্মৃতি ফুটবলে গোমতী চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ধলাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গোমতী ফুটবল টিম চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স খেতাব পেয়েছে ধলাই জেলা দল। টিএফএ আয়োজিত রাজ্য স্তরীয় চৌধুরী চরন সিং স্মৃতি মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬ এর ফাইনাল খেলায় আজ, উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ২-০ গোলের ব্যবধানে ধলাই জেলা দলকে পরাজিত করে গোমতী জেলা দল সুদৃশ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফির পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা প্রাইজ মানি পেয়েছে। রানার্স ট্রফি সহ প্রাইজমানি ৭ হাজার টাকা পেয়েছে ধলাই জেলা দল।

একই মাঠে বেলা ১১ টায় অনুষ্ঠিত তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে উত্তর ত্রিপুরা জেলা দল ২-১ গোলের ব্যবধানে সিপাহীজলা জেলা দলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী উত্তর ত্রিপুরা জেলা দল তৃতীয় স্থানের ট্রফি সহ প্রাইজমানি পেয়েছে পাঁচ হাজার টাকা। বিজিত সিপাহীজলা জেলা দল তথা চতুর্থ স্থান অধিকারী হিসেবে প্রাইজমানি পেয়েছে ৩০০০ টাকা। ফেয়ার প্লে ট্রফি এবং প্রাইজমানি ২ হাজার টাকা পেয়েছে সিপাহীজলা জেলা দল। এছাড়া, ব্যক্তিগত পুরস্কার হিসেবে ফাইনাল খেলায় প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচ হিসেবে মেরিনা জমাতিয়া, সেরা গোলকিপার হিসেবে মেলিনা রিয়াং, সর্বাধিক গোলদাতা হিসেবে বিনাতা সিনহা, বেস্ট প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট হিসেবে সোমা সিনহা কে ট্রফি ও প্রাইজমানি প্রদান করা হয়েছে। খেলা শেষে মাঠেই অনুষ্ঠিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও প্রাইজমানি তুলে দেন।

স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ও জেআরসি-র বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজধানীর ভোলাগিরি মাঠে এবারও বিনোদনের উদ্দ্যেশ্যে একদিনের জন্য ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠনের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। বেলা সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জেআরসি ক্রিকেট টিম প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ক্রিকেট টিম নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৮৪ রান সংগ্রহ করে। জবাবে জেআরসি আট উইকেট হারিয়ে ১৭২ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ১৬ ওভার ফুরিয়ে যায়। খেলায় দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্স ৪৪ বলে ৯২ রান সংগ্রহের সুবাদে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে সৌরজ্যোতি, ১১ রানে ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলার হিসেবে রনি, হেরা ফিল্ডার হিসেবে উৎপল এবং অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে সৌরজ্যোতি দাসকে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। জেআরসি-র পক্ষে সুব্রত দেবনাথ ২৭ বল খেলে একটি বাউন্ডারি এবং সাতটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৫৮ রান সংগ্রহ করে দুর্দান্ত প্রয়াস প্রত্যেকের নজর কেড়েছে। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স ক্রিকেট টিমের হয়ে তপন দেববর্মা (অধিনায়ক), জয়ন্ত দেববর্মা, অভিনাশ দেববর্মা, অজয় সাহা, আবির, সুপ্রতিম, কুবৈই, সৌরজ্যোতি দাস, আকাশ দেববর্মা যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে সুব্রত দেবনাথ, মিলটন ধর, দিব্যেন্দু দে, মেঘধন দেব (অধিনায়ক), বিশ্বজিৎ দেবনাথ, তাপস দেব, প্রসেনজিৎ সাহা, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, রবীন্দ্র শর্মা, অনিমেষ, আশিস দ্বীপ-রা দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে মাঠেই এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর দিবাকর নাগ, জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে চ্যাম্পিয়ন, রানার্স ও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার-ট্রফি তুলে দেন। বিশেষ কারণে জেআরসি-র সম্পাদক অভিষেক দে, সংগঠনিক কাজে ব্যস্ত থাকায় মাঠে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে, ম্যাচ শুরুর আগে দুদলের খেলোয়ারদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এর ডিরেক্টর দিবাকর নাগ দু-দলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার, স্কোরার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

আইএসএল হচ্ছে! অবশেষে জানাল ফেডারেশন, আগামী সপ্তাহেই জানানো হবে তারিখ

আইএসএল নিয়ে জট কাটার সম্ভাবনা তৈরি হল। শনিবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) জানিয়ে দিয়েছে, প্রতিযোগিতা কবে থেকে শুরু হবে তা আগামী সপ্তাহের কোনও একটি দিনে জানানো হবে। সম্ভবত ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে প্রতিযোগিতা।

আইএসএল নিয়ে সঙ্কট কেটেছে বলেই দাবি করেছে ফেডারেশন। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, শনিবার এআইএফএফ-এর ইমার্জেন্সি কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানে এআইএফএফ-এফএসডিএল কোঅর্ডিনেশন কমিটির তরফে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল তা পর্যালোচনা করা হয়। ২ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট পাঠানোর কথা ছিল। তা যথাসময়ে এসেছে। ইমার্জেন্সি কমিটির কর্তারা জানিয়েছেন, ফেডারেশনই লিগ পরিচালনা করবে। পরের সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক ভাবে দিন ক্ষণ ঘোষণা করা হবে। জানা গিয়েছে, ইমার্জেন্সি কমিটি যে যে প্রস্তাব দিয়েছে সেই অনুযায়ী লিগ আয়োজন করা হবে। গোটা লিগের আয়োজনের দায়িত্বে থাকবে ফেডারেশন। সব খরচ তারাই বহন করবে।

শুক্রবারই ভারতের প্রথম সারির ফুটবলারেরা একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করেছিলেন। ভারতীয় ফুটবলের সমস্যা মেটাতে তাঁরা ফিফার হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। তার পর দিনই ফেডারেশন লিগ আয়োজনের ঘোষণা করে দিল।

ফুটবলারেরা বলেছিলেন, "এখন জানুয়ারি মাস। এখন আইএসএলের কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে খেলতে আপনাদের টিভির পর্দায় হাজির হওয়া উচিত। তার বদলে আমরা এখানে। ভয় এবং হতাশা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। আজ জোর গলায় একটা কথা বলতে এসেছি যেটা আমরা সবাই জানি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা একটা আবেদন নিয়ে এসেছি। আমরা পাকাপাকি ভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য শেষ একটা চেষ্টা করছি। ফিফার কাছে আবেদন, আপনারা হস্তক্ষেপ করুন এবং ভারতের ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য যা দরকার সেটাই করুন।"

ফিফা, তাদের ফুটবলারদের সংগঠন এবং পেশাদার ফুটবলারদের সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। ফুটবলারেরা বলেছিলেন, "আশা করি জুরিখে (ফিফার সদর দফতর) যে ক্ষমতাবানেরা আছেন তাঁদের কাছে এই বার্তা যাবে। এটা রাজনৈতিক ডাক নয়। কোনও ঝগড়া নয়। দরকারি কথা। শুনে মনে হতে পারে খুব বড় বড় কথা বলছি। তবে সত্যিটা হল, আমরা মানবিক, খেলোয়াড়ি এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটে রয়েছি। আমাদের এখনই উদ্ধার করা দরকার। ফুটবলার, কর্মী, মালিক এবং সমর্থকদের সব কিছুর ব্যাখ্যা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, একটা ভবিষ্যৎ দরকার। আমরা শুধু ফুটবল খেলতে চাই। দয়া করে সেটা করার সুযোগ করে দিন।

তামিলনাড়ুকে আজ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে চাইছে টিম ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচ খেলতে আজ মাঠে নামবে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ু। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত হবে ম্যাচটি। বিজয় হাজারে ট্রফি ক্রিকেটে। আপাতত দু'দলই ৫ টি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে। পাঁচ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরা দুটি ম্যাচে এবং তামিলনাড়ু একটি ম্যাচে জয় পেয়েছে। ফলে শক্তির বিচারে আর কিছুটা এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে ত্রিপুরা। শেষ ম্যাচে কর্নাটকের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করলেও হারতে হয়েছে ত্রিপুরাকে। মূলত দলে প্রথম সারির ব্যাটসম্যানদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। ব্যাট হাতে দুরন্ত লড়াই করেছিলেন স্বপ্নীল সিং এবং রজত দে। বল হাতে নজর কেড়েছেন অভিজিৎ সরকার। শেষ ম্যাচের ব্যর্থতা ভুলে তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে জয় পেতে মরিয়া উড়ার ক্রিকেটাররা। গোটা দলকে তাঁতিয়ে রাখার চেষ্টা করে চলছে ত্রিপুরার টিম মানেজমেন্ট। ক্রিকেটাররাও আশাবাদী তামিলনাড়ু জয় করা নিয়ে।

অনূর্ধ ১৮ স্টেট মিট ক্রিকেটে উদয়পুরে পর্যুদস্ত ধর্মনগর মহকুমা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও। বল হাতে দাপট দেখালো বীরজিৎ দাস। বীরজিতের আগুন ঝরানো বোলিংয়ে জয় পেলো উদয়পুর মহকুমা। ৭৯ রানে পরাজিত করলো ধর্মনগর মহকুমা কে। রাজ্য অনূর্ধ ১৮ ক্রিকেটে। শহীদ কাজল ময়দানে অনুষ্ঠিত ম্যাচে উদয়পুরের ২০২ রানের জবাবে ধর্মনগর ১৫৪ রান করেছিলো। ৪৮ রানে এগিয়ে থেকে উদয়পুর দ্বিতীয় ইনিংসে ১৮১ রান করে। ২৩০ রানের লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে খেলতে নেমে রবিবার ধর্মনগর মহকুমা ১৫০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অর্কজ্যোতি নাথ ৬৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮, জ্যাক মালাকার ৫৫ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, জয়দীপ দত্ত ৫৪ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৩,কার্তিক পাল ৩৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। উদয়পুরের পক্ষে বীরজিৎ দাস ৪৩ রানে ৫ টি এবং সোমদেব শীল ২৫ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে।

তিন কারণে বিশ্বকাপের ম্যাচ সরানো সম্ভব নয়, বাংলাদেশের 'খামখেয়ালি' প্রস্তাব উড়িয়ে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড

আইপিএলে মুস্তাফিজুর রহমানকে খেলতে না দেওয়ার প্রতিবাদে ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে চায় না বাংলাদেশ। সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকার এমনই নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি)। বাংলাদেশ সরকারের এই অবস্থান নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) এক কর্তা। যদিও বিসিসিআই সরকারি ভাবে এখনও কিছু জানায়নি। উল্লেখ্য, আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল আয়োজক বিসিসিআই।

জয় শাহের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) কাছে সরকারি ভাবে বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারত থেকে সরানোর আবেদন করবে বিসিবি।

এর পরিপ্রেক্ষিতে কড়া অবস্থান নিয়েছে বিসিসিআই। কোনও দেশের 'খামখেয়ালি'র জন্য শেষ মুহূর্তে ম্যাচ সরাতে রাজি নন বিসিসিআই কর্তারা। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, "কারও ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে ম্যাচের জায়গা বদল করা যায় না। এতে পুরো ব্যবস্থায় সমস্যা হতে পারে। অন্য দলগুলোর কথাও তো ভাবতে হবে। সব দলের জন্য হোটেল, বিমানের টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি দিন তিনটি করে ম্যাচ রয়েছে। একটি করে ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। সূচি অনুযায়ী, সম্প্রচারকারীরা তাদের দলগুলোকে নিয়োগ করে। মুখে বলা যতটা সহজ, কাজটা মোটেও তত সহজ নয়।" সরাসরি বিসিবির নাম না করলেও বিসিসিআইয়ের ওই কর্তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বিশ্বকাপ শুরুর এক মাস আগে ম্যাচের জায়গা বদল করতে তাঁরা রাজি নন। বিসিসিআইও যে প্রয়োজনে আইসিসির উপর পাল্টা চাপ দেবে, তা-ও একরকম পরিষ্কার করে দিয়েছেন বোর্ডের ওই কর্তা। তা ছাড়া আইপিএলের সঙ্গে বিশ্বকাপকে এক করে দেখতে চাইছেন না বিসিসিআই কর্তারা।

বাংলাদেশ সরকার নিরাপত্তাজনিত কারণে ভারতে এই মুহূর্তে দল পাঠাতে রাজি নয়। বাংলাদেশের মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল শনিবার তাঁর ফেসবুক পোস্টে লেখেন, "ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে আমি ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডকে বলেছি, বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটার চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যেখানে ভারতে খেলতে পারেন না, সেখানে বাংলাদেশের গোটা ক্রিকেট টিম বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া নিরাপদ মনে করতে পারে না।" তিনি আরও লেখেন, "বাংলাদেশ বোর্ডকে বলেছি, তারা যেন আইসিসির কাছে পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করে লেখে। বোর্ড যেন জানিয়ে দেয় যে, বাংলাদেশের খেলাগুলো শ্রীলঙ্কায় করার অনুরোধ জানানোর নির্দেশও আমি দিয়েছি।"

বাংলাদেশ সরকারের অবস্থান জানার পর আইসিসির কাছে বিশ্বকাপে ম্যাচ ভারত থেকে সরানোর আবেদন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিসিবি। সংস্থার সভাপতি আমিনুল ইসলাম বলেছেন, "বিশ্বকাপের আয়োজক আইসিসি। ভারত আয়োজক দেশ। আমাদের যা বলার, তা আইসিসিকে বলব।" বাংলাদেশ কি পাকিস্তানের মতো সব ম্যাচ শ্রীলঙ্কার মাটিতে খেলবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিসিবি সভাপতি বলেছেন, "আমাদের খেলার উপযুক্ত জায়গা ঠিক করবে আইসিসি।" সরকারের নির্দেশ মেনে চলার কথা বললেও আমিনুল তাকিয়ে রয়েছেন জয়ের আইসিসির সিদ্ধান্তের দিকে।

আইসিসির চেয়ারম্যান জয় ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুত্র। বাংলাদেশ আইসিসি-র দ্বারস্থ হলে আইসিসি কী সিদ্ধান্ত নেয়, তা নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বে চারটি ম্যাচ খেলতে হবে বাংলাদেশকে। তার মধ্যে তিনটি ম্যাচ রয়েছে কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে। বিশ্বকাপের প্রথম দিনই ইডেনে বাংলাদেশের খেলার কথা ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের চতুর্থ ম্যাচটি মুম্বইয়ে হওয়ার কথা।

আইএসএল হচ্ছে! অবশেষে জানাল ফেডারেশন, আগামী সপ্তাহেই জানানো হবে তারিখ

আইএসএল নিয়ে জট কাটার সম্ভাবনা তৈরি হল। শনিবার সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন (এআইএফএফ) জানিয়ে দিয়েছে, প্রতিযোগিতা কবে থেকে শুরু হবে তা আগামী সপ্তাহের কোনও একটি দিনে জানানো হবে। সম্ভবত ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে পারে প্রতিযোগিতা।

আইএসএল নিয়ে সঙ্কট কেটেছে বলেই দাবি করেছে ফেডারেশন। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, শনিবার এআইএফএফ-এর ইমার্জেন্সি কমিটির বৈঠক ছিল। সেখানে এআইএফএফ-এফএসডিএল কোঅর্ডিনেশন কমিটির তরফে যে রিপোর্ট পাঠানো হয়েছিল তা পর্যালোচনা করা হয়। ২ জানুয়ারির মধ্যে রিপোর্ট পাঠানোর কথা ছিল। তা যথাসময়ে এসেছে। ইমার্জেন্সি কমিটির কর্তারা জানিয়েছেন, ফেডারেশনই লিগ পরিচালনা করবে। পরের সপ্তাহে আনুষ্ঠানিক ভাবে দিন ক্ষণ ঘোষণা করা হবে। জানা গিয়েছে, ইমার্জেন্সি কমিটি যে যে প্রস্তাব দিয়েছে সেই অনুযায়ী লিগ আয়োজন করা হবে। গোটা লিগের আয়োজনের দায়িত্বে থাকবে ফেডারেশন। সব খরচ তারাই বহন করবে।

শুক্রবারই ভারতের প্রথম সারির ফুটবলারেরা একটি ভিডিয়ো বার্তা পোস্ট করেছিলেন। ভারতীয় ফুটবলের সমস্যা মেটাতে তাঁরা ফিফার হস্তক্ষেপ চেয়েছিলেন। তার পর দিনই ফেডারেশন লিগ আয়োজনের ঘোষণা করে দিল।

ফুটবলারেরা বলেছিলেন, "এখন জানুয়ারি মাস। এখন আইএসএলের কোনও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলতে খেলতে আপনাদের টিভির পর্দায় হাজির হওয়া উচিত। তার বদলে আমরা এখানে। ভয় এবং হতাশা নিয়ে দিন কাটাচ্ছি। আজ জোর গলায় একটা কথা বলতে এসেছি যেটা আমরা সবাই জানি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা একটা আবেদন নিয়ে এসেছি। আমরা পাকাপাকি ভাবে পঙ্গু হয়ে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে আছি। ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য শেষ একটা চেষ্টা করছি। ফিফার কাছে আবেদন, আপনারা হস্তক্ষেপ করুন এবং ভারতের ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য যা দরকার সেটাই করুন।"

ফিফা, তাদের ফুটবলারদের সংগঠন এবং পেশাদার ফুটবলারদের সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। ফুটবলারেরা বলেছিলেন, "আশা করি জুরিখে (ফিফার সদর দফতর) যে ক্ষমতাবানেরা আছেন তাঁদের কাছে এই বার্তা যাবে। এটা রাজনৈতিক ডাক নয়। কোনও ঝগড়া নয়। দরকারি কথা। শুনে মনে হতে পারে খুব বড় বড় কথা বলছি। তবে সত্যিটা হল, আমরা মানবিক, খেলোয়াড়ি এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটে রয়েছি। আমাদের এখনই উদ্ধার করা দরকার। ফুটবলার, কর্মী, মালিক এবং সমর্থকদের সব কিছুর ব্যাখ্যা দরকার। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, একটা ভবিষ্যৎ দরকার। আমরা শুধু ফুটবল খেলতে চাই। দয়া করে সেটা করার সুযোগ করে দিন।

আচমকাই বিরতিতে নীরজ, এশিয়ান গেমসের আগে হঠাৎ কী হল 'সোনার ছেলে'র?

এশিয়ান গেমসের আগে আচমকাই বিরতিতে নীরজ চোপড়া। এখনও বেশ কিছুদিন ট্র্যাক অন ফিল্ডে দেখা যাবে না ভারতের 'সোনার ছেলে'কে। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, তাঁকে সম্ভবত ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া। প্রশ্ন উঠছে, আদৌ কি ঐতিহ্যশালী এশিয়াডে খেলবেন ভারতের 'সোনার ছেলে'?

জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে রিহ্যাবের মধ্যে রয়েছেন নীরজ। পিঠের চোট পেয়েছিলেন তিনি। তবে ধীরে ধীরে সেই চোট কাটিয়ে উঠছেন। শেষবার তাঁকে ফিল্ডে দেখা গিয়েছিল টোকিওয়, বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে। সেখানে জেতা তো দূরের কথা, প্রথম নিজের ছন্দের ধারেকাছে থাকতে পারেননি। ১২ জনের মধ্যে আটে শেষ করেছিলেন ভারতীয় জ্যাভলিন তারকা। তবে এখন জানা যাচ্ছে, নীরজ এই মুহূর্তে রিহ্যাবের ব্যাপারেই সম্পূর্ণ মনোযোগ দেবেন। সেই কারণেই এই বিরতি। তাই আরও কিছুদিন জ্যাভলিনের মঞ্চে দেখা যাবে না তাঁকে।

এক সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সভাপতি আদিল সুমারিওয়ালা বলেন, "বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ঠিক আগে নীরজ চোট পেয়েছিলেন। এর প্রভাব ওর পারফরম্যান্সেও পড়ে। আপাতত ও বিরতি নিচ্ছে। তবে ওর চোটও দ্রুত সেরে উঠছে। এখন ওর রিহ্যাবের দিকে মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। কবে ও ফিল্ডে ফিরবে, এই মুহূর্তে সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নীরজ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল। ওকে স্যালুট।

মুস্তাফিজুরকে নিয়ে যা হয়েছে, তা ন্যক্কারজনক: বাংলাদেশের সংস্কৃতি উপদেষ্টা, ক্রিকেটের পর ফুটবলেও 'কঠোর' পদক্ষেপ?

ভারতের ক্রিকেট লিগ আইপিএলে মুস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে যা হয়েছে, তা ন্যক্কারজনক। এমনই দাবি করলেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তাফা সরয়ার ফারুকী। ক্রিকেটের পর ফুটবল নিয়েও 'কঠোর' পদক্ষেপের বার্তা দিয়েছেন তিনি। দাবি, ভারতীয় বোর্ডের পদক্ষেপে বাংলাদেশের নাগরিকেরা ব্যথিত। শনিবার রাতে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন ফারুকী। লিখেছেন, "আইপিএলে মুস্তাফিজকে নিয়ে যা হয়েছে, সেটা ন্যক্কারজনক। এর মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকেরা ঘৃণার রাজনীতি দেখতে পেয়েছেন এবং ব্যথিত হয়েছেন।" ভারতে 'সংখ্যালঘু নির্যাতনের' প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন ফারুকী। দাবি, ভারতে সংখ্যালঘু-নির্যাতন নিয়ে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। মুস্তাফিজুরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ সেই 'মোটিভ' দ্বারা প্রভাবিত কি না, তা সংশ্লিষ্ট মহল খতিয়ে দেখবে। এর পরেই ফুটবল নিয়েও পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেন ফারুকী। লেখেন, "ভবিষ্যতে আমাদের ক্রিকেট বা ফুটবল টিম সেখানে (ভারতে) কতটা নিরাপদ, এটাও দেখা হবে নিশ্চয়ই।"

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা নাইট রাইডার্স ওই বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে কিনেছিল। কেকেআর কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুস্তাফিজুরকে বাদ দিয়ে দল তৈরি করতে হবে। তাঁর পরিবর্তে অন্য খেলোয়াড় নিতে পারবে কলকাতা। শনিবার এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আলোড়ন চলছে। ভারতের উপর পাল্টা চাপ সৃষ্টি করতে বাংলাদেশ জানিয়ে দিয়েছে, ভারতে আয়োজিত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ তারা খেলতে আসবে না। সে দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের তরফে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি, বাংলাদেশে আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ করার কথাও ভাবা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ফারুকী জানিয়েছেন, আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধ করার জন্য অনেকে তাঁর কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। কিন্তু এটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের বিষয়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রককে তিনি বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছেন। তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। উল্লেখ্য, ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে না-আসার যে সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ জানিয়েছে,

বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে ত্রিপুরার মানুষ সত্যিকার অর্থে একজন জননেতা এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: বিশ্ববন্ধু সেনের প্রয়াণে ত্রিপুরার মানুষ সত্যিকার অর্থে একজন জননেতা এবং সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে হারিয়েছে। বরাবরই বিধানসভায় তিনি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। আজ আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে ত্রিপুরা বিধানসভার সদ্য প্রয়াত অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের স্মৃতিচারণ সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

স্মৃতিচারণ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, দেওয়ালের মধ্যে ঝুলে থাকা ছবিতে মালা লাগলে গত হয়ে যান। আজকের এমনই এক মুহূর্তে প্রয়াত বিশ্ব বন্ধু সেনের ছবিতে আমরা ফুলমালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। প্রত্যেকের জীবনে এটা আসবে একদিন। মৃত্যুটা একমাত্র সত্যি, আর কোন সত্য নেই। কিন্তু আমরা সেই সত্যকে মানতে চাই না। আমরা একবারও ভাবি না যে মৃত্যু অবধারিত। এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যে তিনি মারা গেলে স্মৃতিচারণা করে শেষ করা যাবে না। কাজেই প্রতিটি ব্যক্তির এমন কাজ করা উচিত যার স্মৃতিচারণা করতে হলে যাতে শেষ করা যায় না। এমনই একজন ব্যক্তি বিশ্ব বন্ধু সেন।

স্মৃতিচারণায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৯৭১ সালে যখন এমবিবি কলেজে সায়েন্স নিয়ে পড়াশুনা করি সেসময় বিশ্ব বন্ধু সেনও সেখানে পড়াশুনা করতেন। প্রায় সময় দুজনের কথাবার্তা হতো। এরআগেও ধর্মনগরে বিভিন্ন কাজে গেলে তাঁর সঙ্গে কথা হতো। ওই সময়ে এমন একটা পরিস্থিতি ছিল যেখানে খুন, সন্ত্রাস, বোমাবাজি ইত্যাদি ঘটনা লেগে থাকতো। এমবিবি কলেজে তো পড়াশুনার অবস্থাই ছিল না। কলেজে পড়ার সময় বিশ্ব বন্ধু হোস্টেলে থাকতেন। আমাদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল। তখনকার সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কলেজ জীবন, বাম শাসন ইত্যাদি বিষয় নিয়েও এদিন স্মৃতিচারণ করেন ডাঃ সাহা।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদানের পর আমাকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কাজের সুত্রে আমাকে ধর্মনগর যেতে হতো। সেসময় ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ব বন্ধু সেন। তাঁর কাছে গেলে সকলের কাছে আমাকে নিজের বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। আগরতলা থেকে আমরা ধর্মনগর গেলে অন্যতম ভরসার মানুষ হিসেবে তাকেই পেতাম। গাড়িতে চেপে বা ট্রেনে আমাকে বহুবার সেখানে যেতে হয়েছে। বরাবরই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন এবং গুরুত্ব সহকারে আমাদের সব কথাবার্তা শুনতেন। পরবর্তী সময়ে আমি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার নিই এবং তিনি বিধানসভার অধ্যক্ষ হন। আর আগরতলায় যখনই আসেন সবসময় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সেই সঙ্গে এক কাপ চায়ের আবদার করতেন। আমিও তাঁকে যথাযথ সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করতাম।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, গত ৮ আগস্ট শেষবারের মতো আমার কাছে গিয়ে লিকার চা খেয়ে আসেন। তিনি ধর্মনগরকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করতেন। পরবর্তী সময়ে আমার কাছে হঠাৎ করে খবর আসে বিশ্ব বন্ধু সেন অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাঁকে প্রথমে ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে গ্রিন করিডোর করে আমার এসকর্ট সহযোগে আইএলএস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দিয়ে অপারেশন করানো হয়। পরবর্তীতে তাঁর পরিবারের সদস্যদের কথামতো উন্নত চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়। যদিও জীবন যুদ্ধে শেষপর্যন্ত হার মানতে হয় তাঁকে। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সবসময় প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ করে গিয়েছেন তিনি। বিধানসভার কার্য্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, সহ সভাপতি সুবল ভৌমিক, পাপিয়া দত্ত, তাপস ভট্টাচার্য্য, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল, প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, টিংকু রায়, কিশোর বর্মন, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায় সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এর পাশাপাশি ভারতীয় জনতা পার্টির মন্ডল ও জেলা স্তরের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

বছরের চতুর্থ দিনে দিনে পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট সিপাহীজলা অভয়ারণ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি,চড়িলাম,৪ জানুয়ারি: ২০২৬ ইংরেজি নববর্ষের চতুর্থ দিনে পর্যটকদের ব্যাপক ভিড় ছিল সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে। এদিকে ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনটিকে বেশ আনন্দ উল্লাসে কাঠিয়েছেন রাজ্যবাসী।

অন্যদিকে সকাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সিপাহীজলা অভয়ারণ্যেও ছিলো পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়।প্রায় ১৮.৫৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গঠিত এই অভয়ারণ্য সৌন্দর্য্য পর্যটকদের আকর্ষণ করে তোলে।এই অভয়ারণ্যের অন্যতম আকর্ষণ 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' সহ লুপ্তপ্রায় প্রাণী চশমা বানর প্রায় হারিয়ে যাওয়ার মুখে। তাছাড়া বন্যপ্রাণী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভুমি পিকনিক স্পট, তাছাড়া সুবিশাল, জলাশয়ে ঘোরাঘুরি করার জন্য তৈরি করা হয়েছে নৌকা ঘাট। এ সকল প্রাকৃতিক নিজের মধ্যে ইংরেজি নববর্ষের চতুর্থ দিনে উদযাপন বনভোজন করতে সকাল থেকে প্রচুর সংখ্যক পর্যটকদের সমাগম লক্ষ্য করা গেছে। গত বছরের তুলনায় একটু কম হলেও ২০২৬ ইং সালে পর্যটকদের সংখ্যা একটু কমলেও চতুর্থ দিনে উপচে পড়া ভিড় ছিল অভয়ারণ্য। কোন উশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়নি।

এটাই সর্বসাধারণের প্রত্যাশা ছিল ছোট বড় কচিকাঁচাদের নিয়ে পিতা মাতা ঘুরতে আসেন অভয়ারণ্যের পশু পাখি দেখার জন্য। পর্যটকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার অভয়ারণ্যের প্রবেশপথে টিকিট কাউন্টারের সামনে ছিল পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। গাড়ি, বাইক থকে শুরু করে সকল ছোট বড় যানবাহনের নাম্বার নথিভুক্ত করা হয় এবং পর্যটকদের নিরাপত্তা স্বার্থে গাড়ি গুলিতে তল্লাশি চালিয়ে কিছু গাড়ি থেকে অবৈধ বিলিতি মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ।

সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মোট আয় হয় প্রথম গেইটে এক লক্ষ ৫২হাজার টাকা। মোট পর্যটকদের সংখ্যা ছিল ৫ হাজার জন। সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের চতুর্থ দিনে টিকিট কাউন্টারে সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত মোট আয় বেয় এর হিসাব জানিয়েছেন ফরেস্টার সোয়েল মিয়া খাদিম। আগামী দিনেও সিপাহীজলা অভয়ারণ্যে পর্যটকদের আগমন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন সিপাহীজলা অভয়ারণ্যের জোলোজিক্যাল আধিকারিক ও ওয়ার্ডেনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিরঞ্জন দেবনাথ।

বিলোনিয়ায় দক্ষিণ ত্রিপুরা অটো রিকশা মজদুর সংঘ বিএমএস-এর চতুর্থ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি: দক্ষিণ ত্রিপুরা অটো রিকশা মজদুর সংঘ, বিএমএস-এর উদ্যোগে চতুর্থ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন আজ সকাল ১১টা নাগাদ বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ সুবর্ণ জয়ন্তী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক অটো রিকশা শ্রমিক ও সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানিক পাল, সম্পাদক, বিএমএস দক্ষিণ জেলা কমিটি। সভাপতিত্ব করেন শিবতোষ মজুমদার, সভাপতি, বিএমএস বিলোনিয়া ডিভিশন কমিটি। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন চন্দন বণিক, সম্পাদক, বিলোনিয়া অটো রিকশা কমিটি এবং নিখিল চন্দ্র গোপ, চেয়ারম্যান, বিএমসি। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে অটো রিকশা শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি আদায়ের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

মানুষের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে তার অনুভবের পরিচয়: শুভাশিস তলাপাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারিঃ মানুষ যতদিন পর্যন্ত না তার অনুভবের ইতিহাস জানতে পারবে তার ইতিহাস লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং সেই ইতিহাস কখনোই মানুষের ইতিহাস হবে না। কারণ, মানুষের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে তার অনুভবের পরিচয়। বিখ্যাত ইউরোপের লেখক যাকে মনস্তাত্ত্বিক হিসেবে আপনারা জানেন সেই কার্ল ইয়ং-এর সদ্য প্রকাশিত বইয়ে তিনি সে কথা বলেছেন।লেখকরা, শিল্পীরা সেই অনুভবের ইতিহাস লিখে চলছেন। রবিবার নীহারিকার প্রকাশনা উৎসবে কথা বলতে গিয়ে এ কথাগুলো বলেন উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি, সুলেখক ও সংস্কৃতিজন শুভাশিস তলাপাত্র। তিনি আরও বলেন, একটা সময় ছিল যখন ছাপা অক্ষরে যা কিছুই প্রকাশিত হত আমরা আমরা সেগুলোকে অন্ধের মত বিশ্বাস করতাম। এখন গুগল যা বলে বা দেখায় আমরা তাকেই বিশ্বাস করি। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য্য যে, আমরা জানি গুগলের সবকিছু সত্য নয়।অন্য একটি প্রসঙ্গে এসময় কথা বলতে গিয়ে শ্রী তলাপাত্র বলেন, আমরা একটা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি।যন্ত্র টিকে থাকবে নাকি মানুষ এমন একটি সময়ে এসে আমরা উপস্থিত হয়েছি। সিদ্ধান্তও আমাদেরই নিতে হবে। এবং তার জন্য যা করণীয় করে যেতে হবে। ২০২৬ সালের আগরতলা বইমেলা উপলক্ষ্যে এবারও রেকর্ড সংখ্যক বই প্রকাশ করল ত্রিপুরার শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা সংস্থা নীহারিকা। রবিবার এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বইগুলোর আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করেন উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র। এদিন বই প্রকাশের পাশাপাশি তিনি তরুণ কবি, প্রাবন্ধিক ও সাহিত্য-সংগ্রাহক রাজীব পালের হাতে ২০২৬ সালের সুমিত্রা কর তরুণ লেখক সম্মান তুলে দেন। আগরতলার রবীন্দ্র পরিষদের দক্ষিণী গৃহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. তৃপ্তিময় চক্রবর্তী, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীলরতন মজুমদার এবং বর্ষীয়ান নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক মায়া রায়।

এই অতিথিদের হাত দিয়ে এ বছর নীহারিকা থেকে নতুন প্রকাশিত ৩৮টি নতুন বই এবং ২টি বইয়ের পুনঃমুদ্রণের আনুষ্ঠানিক মোড়ক উন্মোচন করা হয়।এ সময় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ লেখালেখি এবং বই প্রকাশ বিষয়ে তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। নতুন প্রজন্মের একটি অংশসহ সমাজের একটি বড় অংশ যেভাবে ডিজিটাল মিডিয়ার স্থূল বিনোদনে মজে যাচ্ছে এনিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাদের স্পষ্ট কথা, আমাদের আগামী প্রজন্মকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখতে হলে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। এই বই পড়াটা ডিজিটাল মাধ্যমে হতে পারে। কিন্তু কিছুতেই দৃশ্য মাধ্যমের সস্তা এবং চটুল সংস্কৃতির কাছে তাদের ভাসিয়ে দেয়া যাবে না।এই জায়গাটায় লেখকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।একইসাথে বাড়িতে বই পড়া এবং লেখালেখির মত সৃজনশীল কাজে বড়োরা নিজেদের জড়িয়ে রাখলে এর ইতিবাচক প্রভাব ছোটদের উপর পড়বেই।আজকের দিনে এই কথাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।ত্রিপুরায় লেখালেখি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অতিথিরা বলেন, এখানে কেউই পেশাদার লেখক নন।তবে বই যেহেতু সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ইতিহাস তাই এই বিষয়ে লেখকদের আরও বেশি দায়িত্বশীল ভূমিকা আমরা প্রত্যাশা করি। উল্লেখ্য, নীহারিকা থেকে এ বছর প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে রয়েছে ৬টি প্রবন্ধের বই, ২টি উপন্যাস, ৪টি গদ্যের বই, ১১টি গল্পগ্রন্থ, ১৬টি কাব্যগ্রন্থ এবং একটি ভ্রমণ কাহিনির বই।

পুলিশি টহলদারিতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় দুইজন ব্যক্তি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: পুলিশি টহলদারির সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত অবস্থায় দুইজন ব্যক্তিকে উদ্ধার করেছে বামুটিয়া থানার পুলিশ। শনিবার গভীররাতে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত বামুটিয়া বাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, নিয়মিত টহলদারির সময় রাস্তায় একটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইক পড়ে থাকতে দেখেন পুলিশকর্মীরা। ঘটনাস্থলে গিয়ে তারা দুইজন ব্যক্তিকে আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে পান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে বামুটিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আহতদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই তাদের আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়।

দুর্ঘটনাস্থল থেকে টিআর ০১-ভি-৭৬৮৭ নম্বরের একটি সুপার স্ফেন্ডার মোটরবাইক উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির সেকেন্ড অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর নৃপেন্দ্র জমাতিয়া জানান, রাতের টহলদারির সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাইকটি নজরে আসে। পরে সেখানে দুইজনকে আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে তিনি জানান।

দক্ষিণ জেলাভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৪ জানুয়ারি:আজ রবিবার সকাল ১১টায় দক্ষিণ ত্রিপুরার মতাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মতাই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ জেলাভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সভাধিপতি দীপক দত্ত, সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা দক্ষিণ ত্রিপুরা, মহম্মদ সাজ্জাদ পি। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জ্যোতির্ময় দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী নকুল পাল,

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার হাত ধরে বাইশগরিয়া ন্যায্য মূল্যোর দোকানে রেশন কার্ড বিতরনের সূচনা হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ জানুয়ারি: ডিজিটাল ভারতের পথে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিল তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তর। খাদ্য দপ্তরের অধীনে বাইশগরিয়া ন্যায্য মূল্যোর দোকানে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল রেশন কার্ড বিতরনের সূচনা করলেন রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার মাধ্যমে রেশন বণ্টন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, সহজ ও হয়রানিমুক্ত করার লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানানো হয়।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এদিন বলেন, দীর্ঘদিন ধরে কাগজের রেশন কার্ড ব্যবহারের ফলে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে রেশন ভুক্তাদের। সহজেই কার্ড নষ্ট হয়ে যাওয়া, তথ্য বিকৃতি কিংবা অনিয়মসব মিলিয়ে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হত। ডিজিটাল রেশন কার্ড চালু হওয়ায় সেই সমস্যা অনেকাংশেই দূর হবে। এই কার্ড দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি তথ্য সংরক্ষণেও থাকবে আরও নিরাপদ।

তিনি আরও জানান, পূর্ববর্তী সরকারের সময়ে ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে রেশন নিতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রায়শই হয়রানির শিকার হতে হত।

কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের সমন্বিত প্রচেষ্টায় সেই চিত্র বদলেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর সক্রিয় উদ্যোগে এখন ন্যায্য মূল্যের দোকানগুলিতে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মিলছে।স্থানীয় বাসিন্দারাও ডিজিটাল রেশন কার্ড ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

তাঁদের বক্তব্য, এই ব্যবস্থায় যেমন সময় বাঁচবে, তেমনই দুর্নীতির সুযোগও কমবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, আগামী দিনে মহকুমার অন্যান্য এলাকাতেও ধাপে ধাপে ডিজিটাল রেশন কার্ড ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কার্য্যকর করা হবে। সব মিলিয়ে, বাইশগরিয়ায় ডিজিটাল রেশন কার্ডের সূচনা খাদ্য বণ্টন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও জনমুখী করার পথে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

রাজ্যের হয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় দিল্লির ইয়ুথ ফেস্টিভাল ২০২৬ - এ অংশ নিচ্ছেন উত্তর জেলার মেয়ে সঞ্চিতা নাথ

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: ত্রিপুরা রাজ্যের হয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় দিল্লি যাচ্ছে উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মেয়ে সঞ্চিতা নাথ (২২)। পিতা শঙ্কর কান্তি নাথ হতদরিদ্র দিনমজুর ও মা আদরিনি নাথের অক্লান্ত চেষ্টায় মেয়ে আজ রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করছে।

মূলত মিনিস্ট্রি অফ স্পোর্টস এন্ড ইয়ুথ অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের উদ্যোগে ইয়ুথ ফেস্টিভাল ২০২৬ এ প্রথমে জেলা ভিত্তিক ও পরে রাজ্য ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব করে সঞ্চিতা।আর সব গুলিতেই প্রথম হয়। পরবর্তীতে জাতীয় স্তরে ত্রিপুরার হয়ে প্রতিনিধিত্বের ডাক পায় সঞ্চিতা। সঞ্চিতা নাথ জানান, ইয়ুথ ফেস্টিভাল ২০২৬ এ দিল্লির ভারত মন্ডপমে ৬/৭ টি ইভেন্টে প্রতিনিধিত্ব করছে রাজ্যের প্রায় ৪০ জন প্রতিনিধি। তার মধ্যে রয়েছে, বক্তৃতা, আর্ট, গান সহ অন্যান্য প্রতিযোগিতা। তিনি আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। আগামী ৯ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। যে প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থাকবেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সঞ্চিতা আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী এই প্রতিযোগিতার নাম দিয়েছেন বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার ডায়লগ। তিনি জানান,পূর্বে ন্যাশনাল ইউথ পার্লামেন্ট ফেস্টিভালে দিল্লিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া ইয়ুথ ফেস্টিভাল মহারাষ্ট্রের নাসিকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার ইভেন্ট ছিল একটাই বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

এদিকে প্রান্তিক গ্রামের মেয়ে সঞ্চিতা নাথের এই সাফল্যে এগিয়ে এসেছে কদমতলা কুর্তি মন্ডল যুব মোর্চা। যুব মোর্চার উদ্যোগে সঞ্চিতা নাথকে সংবর্ধনা জানিয়ে তার আগামী দিনগুলির জন্য শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা করেন মন্ডল যুব মোর্চার নেতৃত্বরা। উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি অমিতাভ নাথ ইকবাল হোসেন, অরিজিৎ নাথ সহ অন্যান্যরা।

যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি অমিতাভ নাথ জালান, হতদরিদ্র পরিবারের মেয়ের এই সাফল্যে গোটা কদমতলা সহ ত্রিপুরার মানুষ আজ গর্বিত। সঞ্চিতা ছোটবেলা থেকেই গান নাচ বক্তৃতা ইত্যাদিতে সে দক্ষতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে।দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে যুব সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছেন তার উদাহরণ সঞ্চিতা।

জানা গেছে, পাঁচ জানুয়ারি আগরতলা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে পারি দেবে সঞ্চিতা সহ বাকি প্রতিযোগিরা। তার আগে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা সহ মন্ত্রী টিংকু রায় সকল প্রতিযোগীদের সাথে দেখা করবেন। গ্রামের মেয়ে সঞ্চিতা নাথের এই সাফল্যে শুধু কদমতলা এলাকায় খুশির লহর ছড়িয়েছে তা নয় গোটা ত্রিপুরা জুড়ে তার এই সাফল্যে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।

সোনামুড়ায় বাংলাদেশি নাগরিক ও ভারতীয় টাউট গ্রেপ্তার

আগরতলা, ৪ জানুয়ারি: সোনামুড়া থানাধীন কমলনগর এলাকা থেকে এক বাংলাদেশি নাগরিক ও তার সহযোগী এক ভারতীয় টাউটকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত দু'জনের বিরুদ্ধে একটি নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আটক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মাইন উদ্দিন। তার পিতার নাম বসির মিয়া। বাড়ি জামালপুর, ফেনী, বাংলাদেশ।

ভেনেজুয়েলায় হামলার ঘটনায় এসইউসিআই(সি) কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে রাজধানীতে প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ ডিসেম্বর: এসইউসিআই(সি) কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিনা প্ররোচনায় হামলা চালানোর প্রতিবাদে আগরতলার বটতলায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ভেনেজুয়েলা ল্যাটিন আমেরিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশটি খনিজ তেল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। এই দেশের উপর লুব্ধ যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কয়েকমাস আগেই বৃহত্তর রণতরী সেখানে পাঠিয়েছে এবং ২রা জানুয়ারী ভোর রাতে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসের উপর বিনা প্ররোচনায় হামলা চালায়। খবরে প্রকাশ সেদেশের প্রেসিডেন্ট মাদুরু ও তার পত্নীকে হেপাজতে এনে অন্যত্র নিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ল্যাটিন আমেরিকার সমস্ত দেশের উপর সামরিক আক্রমণ করে আধিপত্য কায়েম করতে চাইছে।

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে এসইউসিআই(সি) কেন্দ্রীয় কমিটি এই আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং ৪-জানুয়ারী দেশব্যাপী এই বর্বর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তারই অঙ্গ হিসাবে আজ আগরতলার বটতলায় এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দাবি উঠে। যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভেনেজুয়েলা থেকে হাত উঠাও। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে হামলা করে শিশু নারী সহ গণহত্যা বন্ধ কর। সামরিক হামলা চালিয়ে বিভিন্ন দেশের সার্বভৌমত্ব হরণকারী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, শান্তিপ্রীয় জনগণ আন্দোলনে এগিয়ে আসুন। সমস্ত শান্তিপ্রীয় জনগণ ভেনেজুয়েলার জনগণকে রক্ষা করতে প্রতিবাদে সামিল হোন। এই প্রতিবাদ সভায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক অরুন ভৌমিক।

যান্ত্রিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে ঢেঁকি ও পৌষ-পিঠের চিরাচরিত স্বাদ

কল্যাণপুর, ৪ জানুয়ারি: গল্পের আঙ্গিনায় যতই বলা হোক ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাঙে। কিন্তু সেই ঢেঁকিই তো আজকের দিনে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। শহরাঞ্চলে তো ঢেঁকি ঠিক যেন স্বর্গে পৌঁছে গেছে। তারপরও গ্রাম ত্রিপুরার কিছু অঞ্চলে কয়েক গ্রাম মিলে আজো এক দুইটা ঢেঁকির হদিস মেলে। বাঙালির পৌষ পার্বণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে চিরাচরিত ঢেঁকি। কিন্তু সময়ের আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেকটাই বদলে গেছে সেই চেনাছন্দের পরিচিত দৃশ্য। একটা সময়ে গ্রামের মা বোনেরা কয়েকজনে মিলে পৌষের কম্পিত ঠাণ্ডায় উৎসবের আমেজ পালা করেই ঢেঁকির মধ্যে পৌষ পার্বণের পিঠার চাল গুঁড়ো করা হতো।

কিন্তু সেই সব এখন স্মৃতির ধারাপাত বন্দি। ক্রমেই বিরল হচ্ছে ঢেঁকি ছাঁটা চাল, হাতে গড়া পিঠে। পৌষ সংক্রান্তিতে বরং ভিড় মিষ্টির দোকানে। সেখান থেকে কেনা রেডিমেড পিঠে খেয়েই বৎসরান্তের পার্বণের মুখ রাখছে বাঙালি। আগে পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে গ্রামীণ জনপদে মা মাসি দিদিমারা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। আতপ চাল ঢেঁকিতে কোটা হত। নাওয়া-খাওয়া ভুলে শীতের দুপুরে রোদ্দুর গায়ে মেখে চাল কুটত বাড়ির মেয়েরা।গ্রামের বহু বাড়িতে দেখা মিলত ঢেঁকির। তৈরি হত হরেক রকমের পিঠে-পায়েস। মা-দিদিমাদের কাছ থেকে বাড়ির ছোটরাও শিখে নিত পিঠে তৈরির কৌশল। পাটিসাপ্টা, মালপোয়া, পুলিপিঠের চাহিদা আছে। কত রকমের পিঠা তৈরি হতো। বহু পিঠের নামও এখন ভুলে গিয়েছেন অনেকে। কিন্তু কেন এমন হাল? কেন পিঠে তৈরিতে আগ্রহ হারাচ্ছেন নতুন প্রজন্মের মহিলারা?কল্যানপুর বাজার কলোনীর বাসিন্দা জনৈকা স্কুল শিক্ষিকা এক তরুণীর কথায়, 'বাচ্চা সামলে, চাকরি সামলে পিঠে তৈরির আর সময় থাকে না। তাই দোকানের পিঠের উপরেই ভরসা করতে হয়। ছোটবেলায় বাড়িতে মায়ের হাতেই তৈরি পিঠে খেতাম। কমলনগর এলাকার রাধারাণী দাস বিগত কয়েক বছর ধরে পিঠা বানিয়েই জীবিকা নির্বাহ করে চলছে, উনার কথায় হাট বাজার কিংবা যেকোনো মেলা, অনুষ্ঠানে তিনি পিঠা বিক্রি করেন। পৌষ পার্বণেও পিঠা বিক্রিতে বাড়তি আয় করেন। এর মধ্যেও গ্রামেগঞ্জে এখনও কিছু বাড়ি আছে, যেখানে পৌষ সংক্রান্তিতে পিঠে তৈরি হয়। কল্যানপুর বাজার এলাকার এক গৃহবধু বলেন বিয়ের পরে স্বামী আমার হাতে পিঠে খেতে চাইতেন। ওঁর ইচ্ছা পূরণ করতেই শাশুড়ির কাছ থেকে শিখে নিয়েছি। পিঠে তৈরিতে চালের গুঁড়া অপরিহার্য, কিন্তু মেসিনের তৈরি চালের গুঁড়াতে সব পিঠা ভাল হয় না। কল্যানপুর ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন খোকন দেবনাথের বাড়িতে দেখা গেল ঢেঁকি। আশপাশের মহিলারা ওই বাড়িতে এসে চাল ঢেঁকিতে কুটে নিয়ে যাচ্ছেন। জানা গেল, বিগত বছরেও পাশ্ববর্তী মহিলারা চাল কুটে নিয়ে গিয়েছেন। এখন অনেকে মেশিনেও চাল কোটেন। কিন্তু মেশিনে চাল কুটলে পিঠের স্বাদ কমে যায় বলেই জানিয়েছেন মহিলারা। এবছর কল্যাণপুর ব্লক এলাকার পূর্ব কুঞ্জবন গ্রামে নতুন করে বসেছে চালের গুঁড়া করার পাল রাইস মিল। প্রতিনিয়ত এই মিলে যান্ত্রিকতায় অতি সহজেই চালের গুঁড়া হচ্ছে প্রতি কেজি পনেরো টাকা করে। এলাকার মানুষও প্রতিদিন ভিড় জমাচ্ছেন। মিলের মালিক জানায় সন্নিহিত অঞ্চলের গ্রামের মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন দোকানদার বেশী পরিমানে চালের গুঁড়া বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই মেসিনে প্রতি ঘন্টায় কুড়ি কেজি চালের গুঁড়া করা সম্ভব হচ্ছে। সব কিছু মিলিয়ে পিঠার স্বাদ যতই কমোক না কেন তবু সময়ের তাগিদে চিরাচরিত ঢেঁকিকে স্বর্গে পৌঁছে দিয়েই যান্ত্রিকতায় আকৃষ্ট হচ্ছে সাধারণ মানুষ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 05-01-2026, 01:23